''পাবনার জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী পুনঃখনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)''
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ : মৎস্য অধিদপ্তর

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ : পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিল এলাকা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯০.৮৫	সংশোধন হয়নি	৩২৮.৪৩	জানু, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জানু, ২০১০ হতে জুন,২০১৪	জানু, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয় হয়েছে	১ বছর (২৮.৫৭%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সংযোজনী "ক"

৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্যে ও মূল কার্যক্রমঃ**

৮.১ **পটভূমিঃ** দেশের দুই বড় নদী পদ্মা ও যমুনা দ্বারা পরিবেষ্ঠিত পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা যা এক সময়ে প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার জনগণ প্রতিবছরই বন্যায় আক্রান্ত হতো বন্যার এই ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত বহু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে নদী থেকে সংযুক্ত জলাশয়গুলোতে মাছের অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্থ হয়। ফলশ্রুতিতে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। গাজনার বিল মুলত ছোটবড় ১৬টি বিল ও প্লাবনভূমির সমন্বয় গঠিত বর্ষাকালে যার আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৭০০০ হেক্টর স্থানীয় মৎস্যজীবীগণ প্রতিদিন দেশীয় প্রজাতির মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, কীটনাশকের ব্যবহার, নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ নিধন, ক্ষতিকর জালের ব্যবহার, সংযোগ খাল ভরাট হওয়া ইত্যাদি কারণে দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদ হুমকির মুখে পড়ে যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরীর ফলে এলাকার জলাশয়গুলোতে নদী থেকে মাছের অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্থ হয় এবং কালক্রমে এ অঞ্চলে মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়।

এ এলাকার মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য মূল প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য কম্পোনেন্টটি গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটির লীজ এজেন্সি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সহযোগী সংস্থাগুলো হলো- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৮.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- চাষের মাধ্যমে ও উন্মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- অভয়াশ্রম স্থাপন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- বিল নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে বিল এলাকার মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পোনা মজুদ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাদাই নদী পুনখননের মাধ্যমে মৎস্য আবাসস্থলের উন্নয়ন করা; এবং
- উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ও খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ।

৮.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা;
- দেশীয় মাছ ও মাছের পোনা মজুদকরণ;
- প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- গার্ডশেড কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;
- ফিস ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণ; এবং
- অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** মূল প্রকল্পের অংশ হিসাবে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নির্ধারিত এ কম্পোনেন্টটি ২৬/০১/২০১০ তারিখে ৪৯০.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১০। **ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১০-২০১১	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৬.৫৫
২০১১-২০১২	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৩.০০	৯২.৯৯
২০১২-২০১৩	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৯.৯৯
২০১৩-২০১৪	১৮২.৮৫	১৮২.৮৫	৩৩.০০	২৮.৯০
সর্বমোট =	**৪৯০.৮৫**	**৪৯০.৮৫**	**৩৪১.০০**	**৩২৮.৪৩**

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃদাঃ), পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	১৬/০৩/২০১১	১৮/০৪/২০১১
জনাব মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃদাঃ), পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	১৮/০৪/২০১১	৩১/০১/২০১২

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	৩১/০১/২০১২	০৩/০৩/২০১৩
জনাব মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃদাঃ), পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	০৩/০৩/২০১৩	২৪/০৭/২০১৩
জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	২৪/০৭/২০১৩	১০/১০/২০১৩
জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	১০/১০/২০১৩	০৮/০৫/২০১৪
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	অতিঃ দায়িত্ব	০৮/০৫/২০১৪	৩০/০৬/২০১৪

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি ৩০/০৪/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক, জনাব দেবোত্তম সান্যাল কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালকসহ সুজানগর উপজেলার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন।

১৩। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১৩.১। **বিল নার্সারী পুকুর খননঃ**

প্রকল্পকালীন সময়ে মোট ৪৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৪টি বিলে নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। খননকৃত নার্সারী পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের রেণু পোনা মজুদ করে আঙ্গুলী পোনায় পরিণত করা হয়েছে যা আপনা আপনিই বন্যার পানিতে বিলে ছড়িয়ে পড়েছে। নার্সারী পুকুরগুলো তৈরীর সময় এমনভাবে পাড় বাঁধা হয়েছে যাতে বর্ষার সময় পাড় ডুবে গিয়ে পোনা বিলে ছড়িয়ে যায়। এ পর্যন্ত যে সকল বিলে বিল নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	জেলা	উপজেলা	অবস্থান	পরিমাণ/ সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
০১.	পাবনা	সুজানগর	মতিয়ার বিলে নার্সারী পুকুর খনন	০১ টি	১২.০০
০২.	পাবনা	সুজানগর	গমগাড়া বিল, বনকোলায় নার্সারী পুকুর খনন	০১ টি	১২.০০
০৩.	পাবনা	সুজানগর	শাহীবাজ বিলে (দুলাই) নার্সারী পুকুর খনন	০১ টি	১২.৫০
০৪.			বিল গন্ডহস্তিতে (বান্নাই তেতুল ভিটা) নার্সারী পুকুর খনন	০১ টি	১২.৫০
	মোট=			০৪ টি	৪৯.০০

চিত্রঃ বিল নার্সারি

১৩.২। **স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনঃ**

প্রকল্পে বিল, নদী অথবা অন্য কোন নিয়ন্ত্রিত গভীর অংশে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সংস্থান ছিল। প্রকল্প কালীন সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০৫টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ কাজে মোট ব্যয় হয় ৫৫.৩০ লক্ষ টাকা। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলোঃ- মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র রক্ষা, প্রাকৃতিক জলাশয়ে মা মাছ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি, প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ক্ষেত্র তৈরী এবং ক্যাপচার ফিশারীর (Capture Fisheries) উৎপাদন বাড়ানো। স্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণে গাছের ডাল, বাঁশ, পাইপ, সিমেন্টের পাইপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল স্থানীয় ম্যানেজমেন্ট কমিটি (LMC-Local Management Committee) ও মৎস্য অধিদপ্তর। অভয়াশ্রমে কৈ, কালবাউশ, বাটা, চিতল, শিং-মাগুর মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। অভয়াশ্রমগুলোর তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো।

ক্র: নং	জেলা	উপজেলা	অবস্থান	পরিমাণ/সংখ্যা (টি)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
০১.	পাবনা	সুজানগর	বাদাই জলকর, পুকুরনিয়ায় স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন	০১	১০.৮৬২৫
০২.	পাবনা	সুজানগর	বিল গন্ডহস্তী বাদাইহাটে স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন	০১	১০.৬৮৭৫
০৩.	পাবনা	সুজানগর	জমেরথালি বিলে স্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণ	০১	১১.২৫
০৪.	পাবনা	সুজানগর	মতিয়ার বিলে স্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণ	০১	১১.২৫
০৫.	পাবনা	সুজানগর	চকপাট্টা বিলে স্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণ	০১	১১.২৫
	মোট=			০৫	৫৫.৩০

চিত্রঃ অভয়াশ্রম

চিত্রঃ ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার

১৩.৩। ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় মাছের গুনাগুন ঠিক রেখে বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিনাখড়া বাজারে (দুলাই), বাদাইহাটে (রানী নগর) এবং সাতবাড়িয়ায় (জেলেপাড়া) মোট তিনটি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৪। গার্ডশেড কাম- কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণঃ

ডিপিপি অনুযায়ী সুজানগর উপজেলার দূর্গাপুর জেলেপাড়ায় (ভায়না) এবং বদনপুর মৎস্য জীবি পাড়ায় (দুলাই) মোট দু'টি গার্ডশেড কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এটি নির্মাণের ফলে মৎস্যজীবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সভা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ কাজে ব্যয় হয়েছে ৩০.০০ লক্ষ টাকা।

চিত্রঃ গার্ডশেড কাম- কমিউনিটি সেন্টার এবং উক্ত সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ

১৩.৫। খাঁচায় মাছ চাষঃ

খাঁচার মাছ চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০০টি স্টিলের খাঁচা নির্মাণ করে স্থানীয় মৎস্যজীবিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ১০০টি খাঁচায় চুন, সার, খাদ্য, পোনা ইত্যাদি উপকরণ বাবদ প্রকল্প মেয়াদে ব্যয় হয় ৮.০৫ লক্ষ টাকা।

চিত্রঃ খাঁচায় মাছ চাষ

চিত্রঃ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর(ফাইল ফটো)

১৩.৬। অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরঃ

এলাকার মৎস্যজীবিদের উন্নত মাছ চাষ প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে মোট ০৮ টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর সম্পন্ন হয়েছে। সফরে অংশগ্রহনকারী মোট সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন (১ম ৪ ব্যাচে-২৫ জন এবং ২য় ৪ ব্যাচে-২০ জন হিসাবে)। এ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে ব্যয় হয় ৫.৫০ লক্ষ টাকা।

ব্যাচ নং	তারিখ	স্থান/ স্থান সমূহ	উদ্দেশ্য	অংশ গ্রহণকারীর ধরণ ও সংখ্যা
ব্যাচ নং-০১	১৪-১৫ জানুঃ/২০১৩	ডাকাতিয়া নদী, চাঁদপুর।	খাঁচায় মাছ চাষ	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-২০জন মোট=২৫জন।
ব্যাচ নং-০২	১৯-২০ জানুঃ/২০১৩	বিল খোকশা মোহনপুর ও বিলকোলা, বাগমারা রাজশাহী ।	সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন।	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-২০জন মোট=২৫জন।
ব্যাচ নং-০৩	২৪-২৫ জানুঃ/২০১৩	জবই বিল সাপাহার নওগাঁ ও বিলমেল মোহনপুর রাজশাহী।	সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন।	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-২০জন মোট=২৫জন।
ব্যাচ নং-০৪	২৮-২৯ জানুঃ/২০১৩	নলডাঙ্গা অভয়াশ্রম নাটোর সদর ও বিল চতরা, আটঘরিয়া, পাবনা।	সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন।	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-২০জন মোট=২৫জন।
ব্যাচ নং-০৫	০৯-১০ ফেব্রুঃ/২০১৩	বিল চতরা, আটঘরিয়া, পাবনা এবং নলডাঙ্গা অভয়াশ্রম, নাটোর।	সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন।	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-১৫জন মোট=২০জন।
ব্যাচ নং-০৬	৩১ মার্চ-০২ এপ্রিল/২০১৪	মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃহত্তর কার্প ও গলদা হ্যাচারি পরিদর্শন ও দিনাজপুর হ্যাচারি পরিদর্শন	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-১৫জন মোট=২০জন।
ব্যাচ নং-০৭	১৯-২০ এপ্রিল/২০১৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন মৎস্য অভয়াশ্রম	বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ এবং সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন।	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-১৫জন মোট=২০জন।
ব্যাচ নং-০৮	২৩-২৫ মে/২০১৪	নাটোর সদর উপজেলা এবং বগুড়া জেলার বিভিন্ন মৎস্য অভয়াশ্রম	সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন।	কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫ জন+মৎস্যজীবী-১৫জন মোট=২০জন।

১৩.৭। ওয়ার্কশপঃ

প্রকল্পের আওতায় ২৩/১২/২০১১ তারিখে জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সুজানগরে একটি, ০৫/০৬/২০১৫ তারিখে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পাবনাতে একটি এবং ২১/০৬/২০১৫ তারিখে জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, পাবনায় একটিসহ মোট ৩টি ওয়ার্কশপ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৪.১০ লক্ষ টাকা।

চিত্রঃ ওয়ার্কশপ (ফাইল ফটো)

চিত্রঃ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণ (ফাইল ফটো)

১৩.৮। মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় ২৭.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮০০ জন মৎস্যজীবিকে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি ব্যবস্থাপনা, পেন কালচার প্রযুক্তিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বিষয়ে দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.৯। রুই জাতীয় মাছের রেণু ও ব্রুড মাছ মজুতঃ

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুজানগর উপজেলার গাজনার বিল এলাকার বিভিন্ন বিলে রুই জাতীয় মাছের রেণু ও ব্রুড মাছ মজুত করা হয়েছে। তবে ডিপিপিতে ২১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৩০ মেঃ টন রুই জাতীয় মাছের রেণু ও ব্রুড মাছ অবমুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে ১৮.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.৪৮ মেট্রিক টন মাছের রেণু ও ব্রুড মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিকল্পনার তুলনায় ১.৮২ মেঃ টন কম অবমুক্ত করা হয়েছে।

১৩.১০। মুদ্রণ ও প্রকাশনা

প্রকল্পকালীন সময়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতে মোট ৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নরূপ প্রকাশনা করা হয়েছেঃ

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ (টি)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	প্রকল্প পরিচিতি পুস্তক তৈরী	২,০০০	০.৪০
২.	প্রকল্প পরিচিতি লিফলেট তৈরী (৮″✕৫.৫″)	২০০০	০.৩০
৩.	রঙ্গিন পোস্টার তৈরী	৪৫০	০.৩০
৪.	সুফলভোগীদের জন্য নোটবুক তৈরী (কভারসহ)	৬০০	১.৩০
৫.	মৎস্য আইনের লিফলেট তৈরী (১৩.৫″✕৯.৫″)	১২০০০	০.৭০
৬.	ফিল্ড নোট বুক তৈরী	২৫০	০.৫০
	মোট =		৩.৫০

১৩.১১। প্রচার ও বিজ্ঞাপনঃ

প্রকল্পকালীন সময়ে প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে মোট ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	প্রকল্প এলাকার দর্শনীয় স্থানে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বিল বোর্ড তৈরীসহ স্থাপন (১৫′-০″ ✕১০′-০″ সাইজের)	০২ টি	৩.০০
২.	প্রকল্প এলাকার দর্শনীয় স্থানে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বিল বোর্ড তৈরীসহ স্থাপন (১০′× ৬′ সাইজের)	০৭ টি	২.৮০
৩.	প্রকল্প এলাকার দর্শনীয় স্থানে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বিল বোর্ড তৈরীসহ স্থাপন (৪′× ৬′ সাইজের)	০১ টি	০.২০
৪.	মৎস্য আইনের লিফলেট তৈরী	৪৫৯ টি	০.০৬
৫.	প্রকল্প পরিচিতি পোস্টার ছাপানো	৩৭১ টি	০.১০
৬.	প্রকল্প পরিচিতি সাইন বোর্ড (৫′.৫″✕৩′.৫″) তৈরী	১৮ টি	১.৩০
৭.	প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত ফেস্টুন (৪′.৫″✕২′.৫″) তৈরী	৩৫ টি	০.২৫
৮.	প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ	০১ টি	০.২০
৯.	বিভিন্ন সময়ে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ বাবদ বিল পরিশোধ	থোক	২.০৯
	মোট =	-	১০.০০

চিত্রঃস্থাপিত বিলবোর্ড

চিত্রঃ মৎস্য আইন বাস্তবায়নে অবৈধ জাল ধ্বংস

১৩.১২। মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নঃ

অভায়শ্রম পাহারা দেয়া, অবৈধ জাল উদ্ধার ও বিনষ্ট করা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি কাজে এ প্রকল্প হতে ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৪। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় ৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫ সিসির ২টি মটরসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে, যার একটি পাবনা সদরের খামার ব্যবস্থাপক কর্তৃক এব অপরটি সুজানগরের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। ১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় একটি মাল্টিমিডিয়া এবং ০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে, যা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর পাবনা সদরে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারটি বাই-সাইকেল ক্রয়ে ব্যয় হয় ১.০০ লক্ষ টাকা যার তিনটি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সদর পাবনায় এবং একটি সুজানগর উপজেলায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২টি ফটোকপিয়ার ও ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে ৩.২০ লক্ষ টাকা, এ গুলি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা পাবনার দপ্তর এবং সুজানগর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮.১০ লক্ষ টাকা যা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা এর দপ্তরে এবং সুজানগর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুজানগর উপজেলায় নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার হতে বিরত রাখার জন্য প্রকৃত জেল সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি গুজুরি জাল এবং ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি সিননেট ক্রয় করে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকটি ক্রয় সংক্রান্ত নথি বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

১৫। এক্সটার্নাল অডিট সংক্রান্তঃ

প্রকল্পটির এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এক্সটার্নাল অডিটে উথ্থাপিত আপত্তিসমূহের বিষয়ে ব্রডসিটে জবাব দেয়া হয়েছে, তবে তা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
১. চাষের মাধ্যমে ও উন্মুক্ত জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ।	১. প্রকল্প চলাকালে ৪টি বিলে চার হেক্টর জলায়তনে খনন করে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। মৎস্য চাষ এবং মৎস্য আইন বিষয়ে মৎস্য চাষী ও মৎস্য জীবিদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর করানো হয়েছে। সর্বপরি প্রকল্প চলাকালে এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যা এলাকার মৎস্য উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

২. অভয়াশ্রম স্থাপন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।	২. পাঁচটি স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করে মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সাইন বোর্ড, ব্যানার, পোস্টার ও লিফলেট ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩. বিল নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে বিল এলাকার মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পোনা মজুদ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ।	৩. মৎস্য জীবিদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাজনার বিল এলাকার ৪টি বিলে নার্সারি স্থাপন করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা মজুত করা হয়েছে।
৪. প্রকল্প এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাদাই নদী পুনখননের মাধ্যমে মৎস্য আবাসস্থলের উন্নয়ন করা।	৪. বাদাই নদীর সংযোগকারী চল্লিশ কিলোমিটার খাল খননের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৫. উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ও খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ।	৫. খাঁচার মাছ করে দরিদ্র মৎস্য জীবিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৎস্য জীবিদের মধ্যে ১০০টি খাঁচা ও মাছ চাষ বাবদ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। তবে উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ অবাস্তবায়িত রয়েছে।

১৭। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** উন্নয়নকৃত জলাশয়ে ডিপিপি অনুযায়ী ৭০ হেক্টর জলায়তনে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ও সেখানে ৭ মেঃ টন রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুতের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৮। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৮.১। পেন কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ এবং সেখানে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুতের জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল যা শেষ পর্যন্ত অবাস্তবায়িত রয়ে যায়। এছাড়া, রুই জাতীয় মাছের রেণু ও ব্রুড মাছ ও পরিকল্পনার চেয়ে ১.৮২ মেঃ টন কম মজুত করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

১৮.২। প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, অভয়াশ্রমগুলো নির্মাণে ব্যবহৃত বাঁশ, গাছের ডাল পঁচে গিয়েছে এবং এ গুলো সংস্কার করা প্রয়োজন;

১৮.৩। এ প্রকল্পের ৭ জন প্রকল্প পরিচালক জেলা মৎস্য কর্মকর্তার মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের কর্মকাল ছিল যথাক্রমে, এক মাস, নয় মাস, চৌদ্দ মাস, চার মাস, তিন মাস, সাত মাস এবং এক মাস। এভাবে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত এবং কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

১৮.৪। আলোচ্য প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিটে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিষয়ে ব্রডসিটে জবাব প্রদান করা হলেও তা এখনো নিস্পত্তি হয়নি:

১৮.৫। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে জেলা ও উপজেলা অফিস সমূহে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সরবরাহ করা হয় । ফলে একই এলাকার জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে ক্রয়কার্যক্রমে দ্বৈততা ঘটার সম্ভবনা থাকে। ইনভেনটরি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এ গুলোর যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও যানবাহনে ইনভেনটরি মার্কিং করা হয়নি; এবং

১৮.৬। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে মৎস্য জীবিদের প্রশিক্ষণ ও মাছ চাষ এবং মাছ ধরার উপকরণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ডাটা বেইজ না থাকায় সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর এবং বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ হলেও কোন ডাট বেইজ তৈরির সংস্থান না থাকায় উপকার ভোগীদের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

১৯। **সুপারিশঃ**

১৯.১। সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ও সেখানে পোনা অবমুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া এবং পরিকল্পনার চেয়ে পোনা কম অবমুক্তির কারণ সম্পর্কে আইএমইডিকে লিখিত ভাবে অবহিত করতে হবে;

১৯.২। অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী হতে হবে;

১৯.৩। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে সকল কর্মকর্তা মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বদলীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে;

১৯.৪। এক্সটার্নাল অডিটে উথ্থাপিত আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৯.৫। বিভিন্ন প্রকল্পের ক্রয়কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং ক্রয়কৃত সামগ্রির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ইনভেনটরি ব্যবস্থাপনা ও ইনভেনটরি মার্কিং এর উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৬। সারা দেশে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধনের কার্যক্রম চলমান আছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবানাধীন কার্যক্রমে প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রকৃত মৎস্য জীবিদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ডাটা বেইজ প্রণয়ন করার বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ফলো-আপের জন্য Participant List-এ মোবাইল ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে; এবং

১৯.৭। অনুচ্ছেদ ১৯.১ থেকে ১৯.৬ এ বর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট –ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	সবশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
ক. রাজস্ব ব্যয়					
	কর্মকর্তাদের বেতন	-	-	-	-
	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-
	ভাতাদি (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	-	-	-	-
	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৫.০০	থোক	৪.৮৬
	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
	৪৮২৭ মুদ্রণ ও প্রকাশনা (ম্যাথোডোলজী, রিপোর্ট, ম্যানুয়াল, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি)	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (বিল বোর্ড ও বিজ্ঞাপন)	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
	মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণ	২০০০ জন	৩০.১০	১৮০০ জন	২৭.০৯
	মাঠ সমাবেশ/ কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ	০৩	৪.১০	০৩	৪.১০
	রুই জাতীয় মাছের রেণু ও ব্রুড মাছ মজুদ	৪.৩০ মে.টন	২১.২০	২.৪৮ মে.টন	১৮.৫৯
	রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ	৭.০০ মে.টন	১৪.০০	০	০
	খাঁচায় মাছ চাষ ব্যয়	১০০✕১	১২.৫০	১০০✕১	৮.০৫
	সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ	৭০.০০ হেঃ	৪০.১০	০	০
	চুন, সার, খাদ্য ইত্যাদি ক্রয়	থোক	১৮.০০	থোক	১৪.৯৯
	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাসত্মবায়ন ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	২.০০
	অন্যান্য ব্যয় (অফিস স্টেশনারী, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
	অন্যান্য ব্যয় (এক্সচেঞ্জ ভিজিট)	২০০ জন	৭.৫০	১৮০ জন	৫.৫০
	মোটর যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয় (ক)=			**১৭৭.০০**	
খ. মূলধন ব্যয়					
	মোটর সাইকেল	০২	৩.০০	০২	৩.০০
	জলযান (ইঞ্জিন ব্যতীত নৌকা)	০৪	২.১০	০	০
	ক্যামেরা (মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল ক্যামেরা)	০২	২.৮০	০২	২.৩৫
	গুজুরি নেট সিননেট	১০ টি ১০ টি	২৫.২৫	০২ টি ০২ টি	৫.৫০

	বাইসাইকেল	০২ টি		০২ টি	
	ল্যাপটপ ও ডেক্সটপ কম্পিউটার	০২	২.০০	০২	১.৮০
	ফটোকপি/ফ্যাক্স মেশিন	০৩	৩.২০	০২	৩.২০
	আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	৮.১০
	বিল নার্সারী পুকুর খনন	৪.০০ হেঃ	৫০.০০	৪.০০ হেঃ	৪৯.০০
	গার্ডসেড-কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	০৩	৪৫.০০	০২	৩০.০০
	ফিস ল্যান্ডিং সেন্টার নির্মাণ	০৩	৭৫.০০	০৩	৫০.০০
	স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন	০৬	৭৮.০০	০৫	৫৫.৩০
	মাছের খাঁচা নির্মাণ	১০০	১২.৫০	১০০	১২.৫০
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)=		**৩১৩.৮৫**		**২২০.৭৫**
	সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)=		**৪৯০.৮৫**		**৩২৮.৪৩**

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। **প্রকল্পের নাম** : কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর**

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **প্রকল্প গ্রহনের পটভূমি** :

মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সারাবিশ্বেই অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক প্রাণিসম্পদের মধ্যে গবাদিপশু অন্যতম। উন্নত বিশ্বে প্রাণিসম্পদের এ অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে সংখ্যাগত দিক দিয়ে গবাদিপশুর পরিমাণ অধিক হলেও মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহে প্রাণিসম্পদ আশানুরূপ অবদান রাখতে পারছে না। উন্নয়নশীল বিশ্বে যেসকল কারণে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের বাধা হিসেবে কাজ করছে, নিম্ন কৌলিকমান (Genetic Make-up) তাদের মধ্যে অন্যতম। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশে ২.৫ কোটির বেশি গবাদিপশু (গরু ও মহিষ) থাকলেও সেগুলো থেকে দেশের চাহিদার সম্পূর্ণ পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে দেশের চাহিদার দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মধ্যে শতকরা ২০ ভাগেরও অধিক বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বাংলাদেশের মানুষের দৈনিক দুধ গ্রহণের হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন।

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের লক্ষে ১৯৫০ সালের শেষ দিকে এদেশে কৃত্রিম প্রজনন শুরু হয়। ৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে ইউরোপিয়ান জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ প্রজনন উপযোগী গাভী ও বকনা রয়েছে। এসকল প্রজননক্ষম গাভী ও বকনার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। গবাদিপশুর জাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য অবশিষ্ট গাভী এবং বকনাকেও উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা প্রয়োজন। টেকসই জাত উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের জন্য উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ অন্যতম উপায়।

গবাদিপশুর জাত দ্রুত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ২০০২-০৩ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের ১০০০টি ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদার নিরিখে ও বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের কলেবর আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" প্রকল্পটির ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

ক) সমগ্র বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;

খ) দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান (genetic make-up) উন্নয়ন করা;

গ) সিমেন (semen) উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

ঘ) জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা; এবং

৬) সাভার দুগ্ধ খামার ও এর আশে পাশের গ্রামীণ দুগ্ধ খামারের গবাদিপশুর ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।

৭। **প্রকল্পের ব্যয়** : মূল অনুমোদিত ব্যয়- মূল অনুমোদিত ব্যয় ৪৫৩৩.৪০ লক্ষ টাকা

সংশোধিত ব্যয়- সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৫৪১৩.১৪ লক্ষ টাকা

৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল** : মূল বাস্তবায়নকাল ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩

সংশোধিত বাস্তবায়নকাল ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪

অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	**অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল**		প্রকৃত **বাস্তবায়নকাল**	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল **বাস্তবায়ন কালের** %)
মুল		সর্বশেষ সংশোধিত **(প্রথম)**		মুল	সর্বশেষ সংশোধিত **(প্রথম)**			
জিওবি	৪৫৩৩.৪০	৫৪১৩.১৪	৫০০৮.৪১৩	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩	০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৪	১০.৪৮ %	১০%
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-				-	
মোট	৪৫৩৩.৪০	৫৪১৩.১৪	৫০০৮.৪১৩				১০.৪৮ %	

৯। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয় ৫০.০৮ কোটি টাকা (সম্পুর্ণ জিওবি অর্থায়ন) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরিশিষ্ট ‘ক’-তে সংযুক্ত করা হলো।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি** : আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক লক্ষমাত্রা ৯২.৫২% ও বাস্তব লক্ষমাত্রা প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা** : প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা হয়েছে। অতঃপর ০৬/১২/২০১৪ থেকে ০৮/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পাঁচটি জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং সুফলভোগীদের সাথে আলাপ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। **পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :**

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য দেশের চলমান কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমকে ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন করার জন্য টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন

উপজেলা এবং রাজশাহীতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ.আই. স্বেচ্ছাসেবী ও দুগ্ধ খামারিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:-

১৩.১ স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মোট ১০০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে (কমপক্ষে এসএসসি পাস, বিজ্ঞান বিভাগ অগ্রাধিকার) ৩ মাস ব্যাপী কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান ডিপিপিতে ছিল। তার মধ্যে ৯৬৭ জনকে প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ২ মাস ব্যাপি কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, সাভার, ঢাকা এবং রাজাবাড়ী হাট, রাজশাহীতে হাতে কলমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকী ১ মাস প্রশিক্ষণার্থীগণ যার যার উপজেলায়, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কৃষক পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মোট ৯৬৪ জন স্বেচ্ছাসেবী নিজ ইউনিয়নে প্রণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন এর তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন এ.আই. পয়েন্টে কার্যক্রম শুরু করেন।

১৩.২ রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কৃত্রিম প্রজনন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মোট ২০৭০ জন কে বর্তমান প্রকল্প কার্যক্রম এবং জাত উন্নয়নে “কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা” সম্পর্কে ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত ২১৩০ জনকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক মাঠকর্মী (কৃত্রিম প্রজনন) কে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করায় লক্ষমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ

রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ

উপজেলায় দুগ্ধ খামারি প্রশিক্ষণ

১৩.৩ দুগ্ধ খামারিদের প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্প হতে মোট ২৩,৫০০ জন দুগ্ধ খামারীকে উন্নত জাতের গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত “কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা” সম্পর্কে দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করার সংস্থান ছিল। সারাদেশে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে সর্বমোট ২৪,১১০ জন খামারিকে উন্নত/সংকর জাতের গাভী পালনকারী কৃষক/ খামারিকে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.৪ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (স্থানীয়):

কৃত্রিম প্রজনন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মোট ১২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রকল্প কার্যক্রম এবং জাত উন্নয়নে “উন্নত প্রযুক্তি তথা কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা” সম্পর্কে ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করার সংস্থান ছিল। ডিপিপি অনুযায়ী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সাথে সংশিম্নষ্ট মোট ১২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অফিসার্স প্রশিক্ষণ

থাইল্যান্ডে শিক্ষা সফর

১৩.৫ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক):

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ১২ জন কর্মকর্তাকে কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক উন্নততর প্রযুক্তি অর্জন ও আধুনিক দুগ্ধ প্রসেসিং প্ল্যান্ট পরিদর্শনের জন্য ২০১২ সালের জুন মাসে ৯ দিনের জন্য থাইল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়েছিল।

১৩.৬ সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

০৬-০৬-২০১২ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে ''Implementation, Achievement and Constraints of Cattle Development through Artificial Insemination in Bangladesh" বিষয়ের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক, উপ-পরিচালক, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (এপি) ও জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ।

১৩.৭ তরল নাইট্রোজেনঃ

হিমায়িত সিমেন সংরক্ষণের জন্য তরল নাইট্রোজেন অপরিহার্য। সেজন্য উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ব্যবহারের নিমিত্ত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মোট ২০ লক্ষ লিটার তরল নাইট্রোজেন বাবদ ৭১১.৫৩ লক্ষ টাকা "লিনডে বাংলাদেশ" কে পরিশোধ করা হয়েছে। সাভারে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত নাইট্রোজেন ভার্টিক্যাল ট্যাংকটি স্থাপন করেছে "লিনডে বাংলাদেশ" নামক কোম্পানী এবং তার ভাড়া রাজস্ব খাত থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে। তবে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী লিকুইড নাইট্রোজেনের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

১৩.৮ ইউনিয়ন এ.আই. সেড নির্মাণঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপিতে ১০০০টি ইউনিয়নে এ.আই. পয়েন্ট স্থাপন করার সংস্থান ছিল। উক্ত এ.আই. পয়েন্টে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ কাজ করেন। গাভী পালনকারী কৃষকরা ইউনিয়ন কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট থেকে সহজে কৃত্রিম প্রজননের সেবা ও অন্যান্য পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্পের সংস্থান হতে সর্বমোট ৯৪২ টি এ.আই শেড নির্মিত হয়েছে। নদী ভাংগন এবং ইউনিয়নের অস্তিত্ব সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৫৮টি ইউনিয়নে এ.আই. সেড নির্মাণ ও ট্রার্ভিজ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

ইউনিয়ন এ.আই. সেড | *কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার* | *কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগারে স্থাপিত যন্ত্রপাতি*

১৩.৯ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার নির্মাণঃ

ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সারাদেশে সিমেনের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহীতে প্রকল্পের সংস্থান হতে একটি নতুন এ.আই. ল্যাব কাম বুল স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে নির্মিত স্থাপনাগুলির মধ্যে রয়েছে ল্যাবরেটরি কাম অফিস বিল্ডিং, দুইটি বুল শেড এবং রান, দুইটি কাফ শেড এবং রান, একটি আইসোলেশন শেড, আরসিসি এবং এইচবিবি রোড, একটি ডিপ টিউবওয়েল, গবাদিপশুর একটি খাদ্য গুদাম এবং একটি সিমেন কালেকশন শেড। এ.আই. ল্যাব কাম বুল ষ্টেশন প্রকল্প মেয়াদেই চালু হয়। প্রকল্প শেষ হওয়ায় উক্ত স্থাপনা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং জনবল সংকটের কারণে পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সেখানে প্রেষণে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং উক্ত ল্যাব কাম বুল ষ্টেশনটি চালুর পর্যায়ে রয়েছে।

১৩.১০ কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরি, সাভার, ঢাকা এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নঃ

সিমেন উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরনের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরি, সাভারে নিম্নলিখিত সম্প্রসারণ ও অধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্র: নং	কাজের ধরন	বর্তমান অবস্থা
১	ল্যাবরেটরি সম্প্রসারণ (১০০ বর্গমিটার)	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
২	বুল শেড নির্মাণ (২টি)	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
৩	কাফ পেন নির্মাণ (২টি)	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
৪	বায়োসিকিউরিটি ওয়াল নির্মাণ	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
৫	ডিপ টিউবওয়েল এবং পানির লাইন সংস্কার	সম্পন্ন হয়েছে

সাভার গবেষণাগারে স্থাপিত যন্ত্রপাতি | *সাভার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের জন্য সংগৃহীত ষাঁড়* | *এ.আই. থেকে জন্মলাভ করা জমজ বাছুর*

১৩.১১ যানবাহন ক্রয়:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ১টি ডবল কেবিন পিক আপ, ১টি ট্রাকটর ও ১টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী যথাসময়ে উক্ত এই ৩টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ইতিপূর্বে সমাপ্ত অন্যান্য প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত গাড়ীতে জ্বালানী সরবরাহ ও মেইনটেন্যান্স করা সহ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গাড়ি ভাড়া করেও ব্যবহার করা হয়েছে ।

ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-০৩৫১

ঢাকা-মেট্রো-হ-৩৫-৩৮৩৬

কোন নম্বর হয় না

১৩.১২ আসবাবপত্রঃ

ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অত্র প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১০০০টি ইউনিয়ন এ.আই. পয়েন্ট, রাজশাহীতে কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার এবং পিডি অফিসের জন্য আইটেমভেদে কোটেশন ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোট ২৭৯.৫৫৯ লক্ষ টাকায় ৭৩৮৬টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।

১৩.১৩ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ

প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোট ১৮৯৬.৩৯৮ লক্ষ টাকায় ১৩৫৯৬টি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

১৩.১৪ প্রজনন ষাঁড় সংগ্রহঃ

কৃত্রিম প্রজনন কাজের প্রধান উপকরণ সিমেন (semen) বা প্রজনন ষাঁড়ের বীজ। প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০০টি ষাঁড় বাছুর থেকে মোট ৮০ (আশি)টি প্রজনন ষাঁড় নির্বাচন করার সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে মোট ২৫০টি ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করে তা থেকে ৪৮টি প্রজনন ষাঁড় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৪৮টি ষাঁড় থেকে নিয়মিত সিমেন সংগ্রহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে আমদানীকৃত গাভী থেকে ২য় পর্যায়ে আরও ১৪টি পিওর ফ্রিজিয়ান বুল ব্রিডিং বুল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং ২য় পর্যায়ে ব্রিডিং বুলের সংখ্যা মোট ৬২ টি। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে সংগৃহীত JR-০১ ব্রিডিং বুলটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুসরণ করে "ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেষ্ট" প্রকল্প কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটিকে প্রুভেন বুল (Proven Bull) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটাই বাংলাদেশের প্রথম প্রুভেন বুল। এটি এ প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। Candidate ষাঁড় বাছুরের অভাব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকদের অনীহার কারণে (কম মূল্য, নগদ পরিশোধযোগ্য নয়) পর্যাপ্ত পরিমাণ ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা যায়নি (লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ টির মধ্যে ২৫০ টি সংগ্রহ করা হয়েছে)। কম সংখ্যক ষাঁড় বাছুর সংগ্রহের কারণে লক্ষ্যমাত্রার (৮০টি) চেয়ে কম সংখ্যক (৪৮টি) ব্রিডিং বুল নির্বাচিত হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ সম্ভব হলে ব্রিডিং বুল নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হতো। সে অনুযায়ী সিমেন উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতো।

১৩.১৫ মুদ্রণ ও প্রকাশনা :

মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব পালনকারী কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণের জন্য সর্বশেষ আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরী করা হয়। প্রশিক্ষণকালীন স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে এই ম্যানুয়েল বিতরণ করা হয়, যা প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে এআই স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য গাইডবুক হিসাবে কাজ করছে। তাছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের তথ্যাবলী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন মাঠ কর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধিতেও সহায়ক হিসেবে কাজ করছে বলে সংশ্লিষ্টরা পরিদর্শনকালে জানান।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জিত
সমগ্র বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।	প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৯৬৭টি ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম ঐ ইউনিয়নগুলিতে চলমান রয়েছে। উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবীর অভাব এবং ইউনিয়নের অস্তিত্ব সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৩৬টি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। একই কারণে ৫৮টি ইউনিয়নে এ.আই. সেড নির্মাণ ও ট্রার্ভিজ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান (genetic make-up) উন্নয়ন করা।	২০০৮-২০০৯ সালে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বছরে ১৮.১১ লক্ষ গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো হতো। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-১৪ সালে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯.৭৭ লক্ষ গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো সম্ভব হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে বাংলাদেশে বছরে ৬.১০ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন হতো। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-১৪ সালে বাংলাদেশে সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের পরিমাণ ৯.৮২ লক্ষ হবে।
সিমেন (semen) উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প শুরুর পূর্বে ২০০৮-০৯ সালে (Base Year) দেশে সিমেন উৎপাদন ছিল ২৫.১০ লক্ষ ডোজ। এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-১৪ সালে সিমেন উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮.১১ লক্ষ ডোজ যা দিয়ে বছরে ২৯.৭৭ লক্ষ গাভীকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন করা।	প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৬৪ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে (কমপক্ষে এসএসসি পাস, বিজ্ঞান বিভাগ অগ্রাধিকার) ৩ মাস ব্যাপী কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের পর উক্ত ৯৬৪ জন স্বেচ্ছাসেবী নিজ ইউনিয়নে উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন এর তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন এ.আই. পয়েন্টে কার্যক্রম শুরু করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ সকলেই ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে ফলে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের বাচ্চা হওয়ায় গবাদিপশু পালনে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে এবং সামাজিকভাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপিত হওয়ায় উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীজপ্রাপ্তি কৃষকের জন্য সহজলভ্য হয়েছে।
সাভার দুগ্ধ খামার ও এর আশে পাশের গ্রামীণ দুগ্ধ খামারের গবাদিপশুর ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ষাঁড়ের জেনেটিক গুণাগুণকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর ভ্রূণ স্থানান্তর এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একটি গাভীর জেনেটিক গুণাগুণকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই ভ্রূণ স্থানান্তর একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। এটা নিয়ে এ.আই.এন্ড ই.টি. প্রকল্পের আওতায় কাজ হয়েছে তবে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল এবং উপযুক্ত দাতা ও গ্রহীতা গাভীর অভাবের কারণে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	
			যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ
১.	ডাঃ মোঃ আইনুল হক সহকারি পরিচালক (এল/আর) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা	পূর্ণকালীন	০১/০১/২০০৯	০৪/০৮/২০১০
২.	ডাঃ মোঃ আফজাল হোসেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (এল/আর) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা	পূর্ণকালীন	০৫/০৮/২০১০	০৩/১০/২০১১
৩.	ড. মোঃ বেলাল হোসেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (এল/আর) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা	পূর্ণকালীন	০৪/১০/২০১১	বর্তমান পর্যন্ত

১৬। সার্বিক বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহীতে একটি কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার স্থাপনসহ কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে ৯৬৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৬.১ সিমেন উৎপাদন ও বিতরণ :

দেশে ২০০৭-০৮ সালে সিমেন উৎপাদনের পরিমান ছিল ২৩.৬৪ লক্ষ ডোজ। ২০০৯-১০ সালে প্রকল্পের ২য় পর্যায় শুরু হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-১৪ সালে সিমেন উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮.১১ লক্ষ ডোজ যা দিয়ে ২৯.৭৭ লক্ষ গাভীকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। নিচের ছকে বছরওয়ারী সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন দেখানো হলো।

সাল	হিমায়িত সিমেন উৎপাদন (ডোজ)	তরল সিমেন উৎপাদন (ডোজ)	সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা (লক্ষ ডোজ)	সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন (লক্ষ টি)
২০০৭-২০০৮ (প্রকল্প শুরুর পূর্বে)	১৫৬৭০৭৫	৭৯৭৩৬৩	২৩.৬৪	১৮.১১	৬.১০
২০০৮-২০০৯	১৭১৭৫৬৯	৭৯২০৩৪	২৫.১০	১৯.৯৯	৬.২৯
২০০৯-২০১০	১৭৯৬৬৩৮	৭৮৭১৬৬	২৫.৮৩	২২.৭১	৬.৮৩
২০১০-২০১১	২০৭৭৭৪২	৮৮২৫৩৪	২৯.৬০	২৪.৪৪	৭.৫৩
২০১১-২০১২	২৪২২৬৩৩	১০১০৮২৯	৩৪.৩৩	২৯.৮৬	৭.৯৬
২০১২-২০১৩	২২৭২৪৯৮	১১৭০৮৫৭	৩৪.৪৩	২৯.৬০	৯.৩৪
২০১৩-২০১৪	২৫৬০৪৩৫	১২৫০৩৩১	৩৮.১১	২৯.৭৭	৯.৮৩

তথ্যসূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস)

হিমায়িত সিমেন সংরক্ষণের জন্য তরল নাইট্রোজেন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তরল নাইট্রোজেন সহজেই বাস্পায়িত হয় বিধায় এক ক্যান থেকে অন্য ক্যানে স্থানান্তরের সময় প্রচুর পরিমানে বাতাসে মিশে যায়। ফলে একটি বা দুটি এ.আই. ল্যাব হতে সারা দেশে তরল নাইট্রোজেন সরবরাহ করা একটি বড় সমস্যা।

কৃত্রিম প্রজনন কাজের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক জাতের ষাঁড়ের সিমেন ও সিমেনের গুণাগুন অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তরল নাইট্রোজেন প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যে, অধিদপ্তরের পরিবহন সুবিধার অপ্রতুলতার জন্য সময়মত সিমেন ও প্রয়োজনীয় তরল নাইট্রোজেন পৌঁছানো সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে খামারীদের ক্ষতির সন্মুখীন হতে হয়।

অপরপক্ষে কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত তরল সিমেনের কার্যকারিতা খুবই অল্প (সর্বোচ্চ ৩ দিন)। এছাড়া তরল সিমেনকে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হয়। অন্যদিকে হিমায়িত সিমেন লিকুইড নাইট্রোজেনে দীর্ঘ দিন গুণাগুন অক্ষন্ন রেখে সংরক্ষণ করা যায়। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণে তরল সিমেনের ব্যবহার একটি অন্তরায়।

১৬.২ কৃত্রিম প্রজনন ও ইনব্রিডিং:

ব্রিডিং পলিসি অনুযায়ী ডাকে আসা গাভী/বকনার জাত নির্বাচন করে কৃত্রিম প্রজননের জন্য উপযুক্ত সিমেন নির্বাচন স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য একটি বড় সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই তারা এই দুরূহ কাজটি করতে পারেন না। বিধায় কৃত্রিম প্রজননের প্রকৃত সুফল অনেকাংশে পাওয়া যায় না।

এছাড়াও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ''ইনব্রিডিং'' প্রধান অন্তরায়। ইনব্রিডিং এর ফলে উৎপাদিত ভবিষ্যৎ প্রোজেনির প্রজনন ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। প্রোজেনির দৈহিক ওজন ও আকার তার মায়ের ওজন ও আকার থেকে কমে যেতে পারে। কৃত্রিম প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ষাঁড়ের প্রিডিগ্রি (মা-বাবার অতীত রেকর্ড) জানা না থাকলে ভবিষ্যৎ প্রোজেনিতে ইনব্রিডিং হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বাস্তবে প্রিডিগ্রির তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। পরিদর্শণকালে দেখা যায় স্বেচ্ছাসেবীরা রেজিস্টারে সনাতন পদ্ধতিতে প্রিডিগ্রি লিপিবদ্ধ করছেন। এমনকি বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট-এ বা স্বেচ্ছাসেবী কর্তৃক ব্যবহৃত রেজিস্টারটিরও নির্দিষ্ট ছক নেই। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ছকে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এতে তথ্যের বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

এখনও দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রজনন ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রজনন করানো হয়ে থাকে। ফলে ষাঁড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ বালাই ছাড়ানোসহ ইনব্রিডিং এর সম্ভবনা থাকে। এটি কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান বাধা।

১৬.৩ কর্মসংস্থান :

গবাদিপশুর গুণগত মানোন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন সেবা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণে কৃত্রিম প্রজনন সেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা অগ্রগন্য। শিক্ষিত বেকার যুবকদের অনেকেই কাজের সুযোগ পেয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে ফলে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের বাচ্চা হওয়ায় গবাদিপশু পালনে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে দেখা গেছে উন্নত জাতের গরু পালনের মাধ্যমে কৃষকরা পূর্বের অপেক্ষা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে ।

আমাদের দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে গাভীর গর্ভধারণ হার সাধারনত শতকরা ৫০ ভাগ। গর্ভধারণের এই হার আন্তর্জাতিকভাবে তুলনীয়। আবার কিছু গাভী গর্ভধারন করার পরও ভ্রণ মৃত্যু সহ বিবিধ কারণে স্বাভাবিক বাচ্চা জন্ম দেয় না। যার ফলে সাধারনত যত সংখ্যক গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয় তা থেকে শতকরা ৪০ ভাগ বাছুর উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে সংকর ও উন্নত জাতের বাছুর মৃত্যুর হার সাধারনত দেশী জাতের বাছুর অপেক্ষা বেশি। প্রয়োজনের তুলনায় কম ও নিম্নমানের খাদ্য এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাই এর জন্য দায়ী। তবে স্বাভাবিক খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে দেশী ও উন্নত জাতের বাছুর মৃত্যুর হার স্বাভাবিক পর্যায়েই থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ১ কোটি ১৬ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভীর মাত্র শতকরা ৪২ ভাগ কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আছে। অর্থাৎ শতকরা ৫৮ ভাগ গাভীকে এখনও প্রাকৃতিকভাবে ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করানো হয়। এ থেকে অনুমেয়, শুধু যে সমস্ত খামারি সংকর বা উন্নত জাতের বাছুর পালনে আগ্রহী এবং যারা প্রতিপালন খরচ

বহন করতে পারেন তারাই তাদের গাভীতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাত সৃষ্টি করেন। আমাদের দেশে মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়ন বাংলাদেশের কৃষকদের নিকট একটি জনপ্রিয় ও লাগসই প্রযুক্তি।

১৬.৪ প্রকল্প থেকে আয় :

প্রকল্পটি মূলতঃ একটি উন্নয়নধর্মী ও সেবামূলক প্রকল্প। সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্পটি সরকারের রাজস্ব আয়েরও একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। প্রতি ডোজ সিমেন ২৭/- টাকা হারে সরকারী কোষাগারে জমা হয়। উক্ত রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সরকারী কোষাগারে নিয়মিতভাবে জমা হচ্ছে। উল্লেখ্য প্রতি ডোজ সিমেন উৎপাদনে খরচ হয় প্রায় ১৩১.০০ টাকা। কিন্তু সরকার প্রতি ডোজ সিমেন বাবদ ২৭/- টাকা হারে কৃষক বা খামারিদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে থাকে। ফলে প্রতি ডোজ সিমেনে সরকারকে ভর্তুকী দিতে হয় প্রায় (১৩১.০-২৭.০) = ১০৪.০০ টাকা। অন্য দিকে দেশে উৎপাদন না করে যদি সরকারকে বিদেশ থেকে সিমেন আমদানী করতে হত তবে প্রতি ডোজ সিমেন আমদানীতে খরচ হত ৫০০.০০ থেকে ৬০০.০০ টাকা।

১৬.৫ দুধ ও মাংস উৎপাদন:

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের ফলে দুধ ও মাংসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায় বাস্তবায়নের পূর্বে যেখানে দেশে দুধ উৎপাদন ছিল বাৎসরিক ১৮.২ লক্ষ মে. টন, ১ম পর্যায় বাস্তবায়ন শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে বাৎসরিক ২২.৯ লক্ষ মে. টন হয় । দ্বিতীয় পর্যায় শেষে বর্তমানে দুধ উৎপাদন বাৎসরিক ৬০.৯ লক্ষ মে. টন হয়। দুধ উৎপাদনের পাশাপাশি মাংস উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বার্ষিক মাংস উৎপাদন প্রকল্পটির ২য় পর্যায় শুরুর সময়ের বাৎসরিক ১০.৮ লক্ষ মে. টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বাৎসরিক ৪৫.২ লক্ষ মে. টন-এ পৌঁছেছে । (সূত্র:ডিএলএস)

১৬.৬ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রকল্পের প্রভাব:

কৃত্রিম প্রজনন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। উক্ত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল ও রাজস্ব বাজেট যে বরাদ্দ রয়েছে যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। কৃত্রিম প্রজনন কাজের গুরুত্ব এবং জনবল ও বাজেট স্বল্পতার বিষয়াদি বিবেচনা করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (এ.আই. এন্ড ই.টি.)" প্রকল্পটির ২০০২ সালে প্রথম এবং ২০০৯ সালে দ্বিতীয় পর্যায় গ্রহণ করে। ফলে এ.আই. এন্ড ই.টি. প্রকল্পটি দেশব্যাপী সার্বিক কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমকে অব্যহত রেখে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ থেকে শুরু করে কৃষকের গাভীতে কৃত্রিম প্রজনন করা পর্যন্ত কার্যক্রমকে অত্র প্রকল্প থেকে সার্বিকভাবে সহায়তা করা হয়ে থাকে। তবে কৃত্রিম প্রজনন কাজে ব্যবহৃত তরল সিমেনের কার্যকারিতা স্বল্পকালীন হওয়ায় ল্যাবরেটরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে হিমায়িত সিমেন উৎপাদন চাহিদা মোতাবেক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৬.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব (কৃষক পর্যায়ে):

ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপিত হওয়ায় উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীজপ্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে বলে কৃষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফলশ্রুতিতে সংকরজাতের গাভীর সংখ্যা ও দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে পরিদর্শনকালে অধিকাংশ কৃষক জানান উন্নতমানের সংকর জাতের গাভী পালনে টিকা বীজ, কৃমিনাশক ও ভিটামিন জাতীয় ঔষধ নিয়মিত বিরতিতে প্রয়োজন হয় এবং তা বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু প্রকল্পে এ সকল সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না।

১৬.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব (স্বেচ্ছাসেবী পর্যায়):

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের ফলে স্বেচ্ছাসেবীদের আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বেচ্ছাসেবীরা জানান। তবে পরিচয়পত্র বা নিয়োগপত্র না থাকায় কৃত্রিম প্রজনন কাজে নিয়জিত স্বেচ্ছাসেবীগণ খামারিদের কাছে তাদের পরিচয় যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেন না। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সেবা দিতে বেগ পেতে হয়। যেমন স্বেচ্ছাসেবীদের প্রায় জরুরি ভিত্তিতে কৃষকের বাড়ি বা খামারে উপস্থিত হতে হয়। কারণ গাভীর ডাক আসার সময়ের মধ্যেই

কৃত্রিম প্রজনন করতে হয়। এতে অপেক্ষাকৃত দুরে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের কেউ কেউ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য গ্রহণ করে থাকেন বলে পরিদর্শণকালে জানা যায়।

১৬.৯ অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে কৃত্রিম প্রজনন:

দেশে দ্বিতীয় কৃত্রিম প্রজননকারী প্রতিষ্ঠান হলো ব্রাক (প্রতি বৎসর প্রজনন সংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ)। এছাড়াও মিল্ক ভিটা, ইজাব, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকান ডেয়রি খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে (সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর প্রজনন সংখ্যা আনুমানিক ২ লক্ষ) এ কাজ করে আসছে। তবে এসব সংস্থা সরকারী সংস্থা অপেক্ষা ৩/৪ গুণ বেশী মূল্যে তাদের সেবা প্রদান করে থাকে মর্মে সেবা গ্রহণকারীরা জানান। এছাড়াও বেসরকারী সংস্থার সেবা সহজলভ্য নয়।

১৬.১০ এ.আই. ল্যাব কাম বুল স্টেশন, রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহী:

প্রকল্পের আওতায় রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহীতে স্থাপিত নতুন এ.আই. ল্যাব কাম বুল ষ্টেশন এর নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ প্রকল্প মেয়াদেই শেষ হয়। দেশের দ্বিতীয় এ.আই. ল্যাব কাম বুল স্টেশনটি যথাসময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে এটির কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। দেশের উত্তর অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটিকে সচল করতে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবলের সংস্থান না করেই স্থাপনা নির্মাণ এবং ল্যাবরেটরির জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ফলে স্থাপনাটিসহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী জনবলের অভাবে যথোপযুক্তভাবে এসকল মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যাবহার হচ্ছে না এবং অব্যবহৃত অবস্থায় Warranty Period শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে। তবে এই প্রতিবেদন তৈরীর সময় এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রকল্প পরিচালক জানান সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সেখানে প্রেষণে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা :

প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন ছিল না।

১৮। সুপারিশমালা :

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৮.১ দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সাফল্য ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য তাৎক্ষণিক সমাধান হিসাবে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা এই পর্যায়ে রক্ষা করা যেতে পারে। তবে কৃত্রিম প্রজননের মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। সে কারণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেটের আওতায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.২ দেশের প্রায় ৪৫০০টি ইউনিয়নের মধ্যে অবশিষ্ট প্রায় ২৫০০টি ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপন করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৮.৩ কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত সিমেনের মান অক্ষুন্ন, তরল নাইট্রোজেন এর অপচয় এবং পরিবহণ ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিক তরল নাইট্রোজেন সংরক্ষণ ট্যাংক স্থাপন করা দরকার;

১৮.৪ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পর্কে দক্ষ জনবল পর্যাপ্ত সংখ্যায় তৈরী করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নবীন কর্মকর্তাদের এর সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। কাঠামোর বাইরেও এ ধরনের জনবল তৈরীর ব্যবস্থা প্রাণিসম্পদ

অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৮.৫ সকল প্রজননকৃত গাভীর মালিককে একটি এ.আই. কার্ডে কৃত্রিম প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ষাঁড়ের পরিচিতি, সম্ভাব্য বাচ্চা জন্মের তারিখ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর ও প্রজনন ফি সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৮.৬ দেশের অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে ১টি করে কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে। এতে করে দেশের এক কোটির অধিক গাভীর জন্য বার্ষিক প্রয়োজনীয় ২ ডোজ/মাত্রা সিমেন (যেহেতু প্রতিটি গাভীকে গর্ভবতী করতে গড়ে ২ ডোজ সিমেন দরকার হয়) উৎপাদন করা সম্ভব হবে;

১৮.৭ গবাদিপশুর ইনব্রিডিং রোধের জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জন্ম নেয়া বাছুরকে ষাঁড়ের পরিচিতি নম্বরের সাথে মিল রেখে ইয়ার ট্যাগিং এর ব্যবস্থা রাখাসহ সমগ্র সংকর জাতের গবাদিপশুর আধুনিক রেকর্ড কিপিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়ার তৈরি ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা জরুরী প্রয়োজন;

১৮.৮ অর্থের বিনিময়ে প্রাকৃতিক প্রজননে ব্যবহৃত বুলসমূহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত হতে হবে এবং এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৯ পরবর্তীতে এই ধরণের কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে টিকা বীজ ও কৃমিনাশক ঔষধ খামারীদের বিনামূল্যে প্রদানের জন্য প্রকল্পে ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

১৮.১০ স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়ন কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টে একটি করে সাইনবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। যাতে খামারিগণ সহজেই এই সেবাকেন্দ্র চিহ্নিত করতে পারে এবং সিমেনের সরকার নির্ধারিত মূল্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে। কৃত্রিম প্রজনন কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে পরিচয়ত্র প্রদান করা যেতে পারে;

১৮.১১ কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য পাশাপাশি ৩-৫টি ইউনিয়ন নিয়ে একটি Cluster গঠন করা যেতে পারে। এতে ঐ ৩-৫টি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে আন্তঃ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এতে কৃত্রিম প্রজনন সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

১৮.১২ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহীর জন্য স্থায়ী দক্ষ জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পদ সৃষ্টির উদ্যোগ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে নিতে হবে;

১৮.১৩ প্রকল্পের অব্যয়িত ৪০৪.৭২৭ লক্ষ টাকা (জিওবি) যথাযথভাবে সমর্পণ করা হয়েছে কিনা তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

১৮.১৪ প্রকল্প চলাকালীন যেসব অর্থ বছরে অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে সেটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়নসহ পিসিআর এ সংযুক্ত করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.১৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য যে কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল নাম্বার ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সহ Database তৈরী করা আবশ্যক;

১৮.১৬ প্রকল্পের External Audit এর কপি আইএমিডিকে প্রদান করতে হবে।

১৯। উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের (১৮.১-১৮.১৭) আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-‘ক’

উপাদান আনুপাতিক অগ্রগতি (সর্বশেষ পিপি অনুমোদন অনুযায়ী):

কাজের ধরণ (পিপি অনুসারে)	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		বাস্তব অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) রাজস্ব:					
এ.আই. সেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০২.৬৮	১০০০	৯২.৫২	৯৬৭
রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩০.০	২০৭০	৩০.০০	২১৩০
কৃষকদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১২০.৬৩	২৩৫০০	১২০.৬০	২৪১১০
কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩.১৩	১২৫	৩.১৩	১২৫
কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩৬.০	১২	৩৫.৯৯৮	১২
সভা/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৫.০	২	৫.০	২
ফুয়েল, লুব্রিকেন্ট	থোক	১৭৫.০	২৯	১৭৪.৯৯৮	-
গাবাদি পশুর খাদ্য	থোক	৯০.০	থোক	৮৯.৪৮৯	-
ঔষধ ও টিকা	থোক	১০.০	থোক	৯.৯৮৯	-
টি.এ, ডি.এ	বৎসর	৭.০	৫	০০	-
টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ	বৎসর	২.০০	৫	১.২০৫	-
তরল নাইট্রোজেন	বৎসর	৭১১.৫৩	৫	৭১১.৫৩	-
যানবাহন ভাড়া	বৎসর	২৫.০	৫	২৫.০০	-
কনটিজেন্সি (অপ্রত্যাশিত খরচ)	থোক	৮৩.২০	থোক	৭৩.১৯১	-
কর্মকর্তাদের বেতন	বৎসর	১৮.৫১	৫	১১.৩৩৩	-
কর্মচারীদের বেতন	বৎসর	১৭৪.২৩	৫	১০১.৪৪৪	-
ভাতা	বৎসর	২৫০.৮৪	৫	১০১.৪৪৪	-
গাড়ী মেরামত	থোক	২০.০		১৯.৯৯৯	-
যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	১৩.		১৩.০	-
তরল নাইট্রোজেন ট্যাংক ইনস্টলেশন	থোক	৩.৭০	থোক	০০	-
উপ-মোট		**১৮৯১.৪৫**		**১৬৬৪.২০১**	-
খ) মূলধন:					
আঞ্চলিক এ.আই. ল্যাব কাম বুল স্টেশন নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬৫.৬৬	১ সংখ্যা	৬৬৫.৬৪	১ সংখ্যা
ইউনিয়ন এ.আই. শেড নির্মাণ	সংখ্যা	৪৮২.০০	১০০০	৪৫৭.৩৩	৯৪২
আঞ্চলিক এ.আই. ল্যাব কাম বুল স্টেশন নির্মাণের জন্য	সংখ্যা	২.৭৬	১	২.২৮১	১টি

কাজের ধরণ (পিপি অনুসারে)	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		বাস্তব অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পরামর্শক সম্মানী					
পিক আপ, ট্রাক্টর এবং যানবাহন	সংখ্যা	৪৯.৭৫	৩	৪৯.৩৩	৩টি
অফিস আসবাবপত্র এবং এ.আই. পয়েন্ট	সংখ্যা	২৮২.৭৭	৭৩৬৮	২৭৯.৫৫৯	৩টি
ইক্যুপেমেন্ট এবং অন্যান্য	থোক	১৯৮৭.০০	১৩৭৮৫টি এবং ৩৬.৮ মিলিয়ন	১৮৬৯.৩৯৮	১৩৫৯৬টি এবং ৩৬.৮ মিলিয়ন
৮০টি ব্রিডিং বুল ক্রয় এবং ৪২০টি ষাঁড় বাছুরের জন্য	সংখ্যা	৫১.৫০	৫০০	২০.০৬৮	৪৮টি ব্রিডিং বুল ক্রয়
টেলিফোন স্থাপন		০.২৫	৩	০০	৩টি
উপ-মোট =		**৩৫২১.৬৯**		**৩৩৪৪.২০৭**	
সর্বমোট (ক+খ) =		**৫৪১৩.১৪**		**৫০০৮.৪১৩**	

পরিশিষ্ট-ক

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পে খাত অনুযায়ী তথ্যাবলীঃ

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণঃ		দেশের প্রত্যমন্ত অঞ্চল হতে (৯৬৭ টি জন) বেকার যুবক কে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কৃত্রিম প্রজননের উপর ৩ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল স্বেচ্ছাসেবীগণ তাহাদের নিজ নিজ ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করে নিজেদের আর্থিক উন্নয়নসহ সরকারের রাজস্ব আয়ে দেশের জন্য বড় ধরনের অবদান রাখছে।
রিফ্রেশার্সাস প্রশিক্ষণঃ		প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে মাঠ পর্যায়ে যে সকল ফিল্ড ষ্ট্যাফ (এ/আই) নিয়োজিত আছে তাদের কাজের মান দক্ষতা উন্নয়ন ও গতিশীল করার জন্য সপ্তাহ ব্যাপী রি-ফ্রেশার্সাস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হযেছে।
খামারি প্রশিক্ষণঃ		কৃষক ও গবাদীপশু খামার মালিকগণ কে গবাদীপশু লালন পালন এবং কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবাদি জাত উন্নয়ন, দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে খামারিদের দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হযেছে।
অফিসার প্রশিক্ষণঃ		কৃত্রিম প্রজনন কাজের সাথে সংশিস্নষ্ট আছে এমন মোট ১২৫ জন বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন সায়িটিফিক অফিসার, ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং সমপদের) কর্মকর্তাদের প্রকল্প কার্যক্রম এবং গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ' উন্নত প্রযুক্তি তথা কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
বিদেশে অফিসারদের প্রশিক্ষণঃ		দেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন এবং দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রামন্ত বিষয়ের উপর ১২ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে শিক্ষা সফর সহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
জ্বালানীঃ		সাভার কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগারসহ ২২ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে এ.আই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সাভার গবেষণাগার হতে প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে এবং প্রতিটি জেলা কেন্দ্র হতে কৃত্রিম প্রজনন সরঞ্জাম (সিমেন, নাইট্রোজেন) বিভিন্ন উপজেলায় সববরাহ দেওয়ার জন্য গাড়ীতে জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে।
পশু খাদ্য ক্রয়ঃ		প্রকল্পের আওতায় ব্রিডিং বুল তৈরীর লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী খামার হতে সংগৃহীত ষাঁড় বাছুরের খাদ্য ক্রয়ের জন্য গো-খাদ্য বরাদ্দকৃত টাকা উপ-পরিচালক কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার সাভারে বরাদ্দ ন্যাসত্ম করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে গো-খাদ্য ক্রয় করা হয়েছে।
কেমিক্যাল ও রিয়েজেন্টঃ		কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার এবং ইটি ল্যাবে ব্যবহারের জন্য ক্যামিকেল ও রিয়েজেন্ট ক্রয় করা হয়েছে।
মেডিসিন ও ভ্যাকসিনঃ		প্রকল্পের আওতায় ব্রিডিং বুল তৈরীর লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী খামার হতে সংগৃহীত ষাঁড় বাছুরের চিকিসার জন্য মেডিসিন ও ভ্যাকসিন ক্রয় করা হয়েছে।
হায়ারিং অব ভ্যাহিকেলঃ		প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে খামারী প্রশিক্ষণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এ.আই সেড নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী গাড়ী হায়ারিং এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম প্রশিক্ষণ ও নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়েছে।
আনুষংগিকঃ		প্রকল্প সদর দপ্তর, এ.আই ল্যাব. এবং বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রের অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্টেশনারীসহ বিবিধ মালামাল ক্রয় সংক্রামন্ত কাজে আনুষাংগিক খাতের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

কর্মচারীদের বেতনঃ		প্রকল্পের আওতায় ১ জন কর্মকর্তা (প্রকল্প পরিচালক) সহ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত ৫১ জন কর্মচারীর বেতন প্রদান করা হয়েছে।
ভাতাদিঃ		প্রকল্পের আওতায় আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত ৫১ জন কর্মচারীর বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা, টিফিন, শিক্ষা, প্রেষণ, উৎসব, মোবাইল ভাতাসহ ২০% হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া যে কোম্পানী মাধ্যমে আউট সোর্সিং এ নিয়োগ প্রাপ্ত সেই কোম্পানী কে মোট বেতন এবং ভাতার উপর ১৯% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হয়েছে। যে কারণে মূল বেতন হতে ভাতা খাতে বেশী খরচ হয়েছে।
বুল ষ্টেশন রাজশাহী এবং সাভারে কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবের সহায়ক কাজঃ		ঢাকার সাভারস্থ এ.আই. ল্যাব আধুনিকায়নসহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং রাজশাহী রাজাবাড়ীহাটস্থ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নতুন আঞ্চলিক এ.আই. ল্যাব নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।
১০০০ টি এ.আই. সেড নির্মাণঃ		সমগ্র বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম কৃষক ও খামারিদের দোর-গোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৯৪২ টি এ.আই. সেড নির্মাণ করে ট্রাভিজ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প হতে ট্রেনিং প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ উক্ত সেডে কৃত্রিম প্রজনন কার্য সম্পন্ন করছেন।
কনসালটেরি/কনসালটিং ফার্ম ফি (এ.আই. ল্যাব রাজশাহী)ঃ		রাজশাহী রাজাবাড়ীহাটস্থ নতুন ভাবে আঞ্চলিক বুল ষ্টেশন তৈরীর লক্ষ্যে ড্রইং ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ পরিচালনার জন্য ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী একটি কনসালন্টিং ফার্ম কে যথা নিয়মে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
পিকআপ-১, ট্রাক্টর-১, এবং মোট সাইকেল-১ ক্রয়ঃ		রাজশাহী রাজাবাড়ীহাটস্থ আঞ্চলিক এ.আই. ল্যাবে উৎপাদিত সিমেন ও নাইট্রোজেন সহ কৃত্রিম প্রজনন মালামাল বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রে পৌছানোর লক্ষ্যে উক্ত ল্যাবের জন্য একটি পিকআপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে ঘাস চাষের লক্ষ্যে ট্রাক্টর ক্রয় করা হয়েছে এবং ল্যাবের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। (যা এই খাতে অর্থ খরচ করা হয়েছে)।
ফার্ণিচারঃ		প্রকল্পের সদর দপ্তরসহ রাজশাহী রাজাবাড়ীহাটস্থ নবনির্মিত আঞ্চলিক এ.আই. ল্যাবে ব্যবহারের জন্য এবং প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীদের এ.আই. পয়েন্টে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
ইকুইপমেন্টঃ		কৃত্রিম প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য এ.আই. সংক্রামন্ত মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
৮০টি ব্রীডিং বুল ক্রয় এবং ৪২০ টি ষাঁড় বাছুরের জন্য প্রণোদনাঃ		৮০ টি ব্রিডিং বুল তৈরীর নিমিত্তে বেসরকারী খামার হতে ২৫০ টি ষাঁড় বাছুর খামার মালিকের সহিত চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর প্রকল্পের আওতায় এ.আই. ল্যাবে সাভারে ১ বছর লালন পালনের পর কৃত্রিম প্রজনন কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত ষাঁড় নির্বাচন করে উত্তীর্ণ ষাঁড় বাছুরের মূল্য খামারিদের চেকের মাধ্যামে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। অনির্বাচিত ষাঁড় বাছুর খামারিদেরকে ফেরৎ দিয়ে তাদেরকে নির্ধারিত প্রণোদনা মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

Strengthening of support services for combating Avian Influenza (HPAI) in Bangladesh (2nd revised)

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ নভেম্বর ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : **Strengthening of support services for combating Avian Influenza (HPAI) in Bangladesh (2nd revised)**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম) মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫৮০.৭৯ ৯১.৪৯ ৩৪৮৯.৩০	৩৫৮০.৭৯ ৯১.৪৯ ৩৪৮৯.৩০	৩৪৮২.৪৩ -- ৩৪৮২.৪৩	জানুয়ারি, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারি, ২০০৮ হতে নভেম্বর, ২০১৩	জানুয়ারি, ২০০৮ হতে নভেম্বর, ২০১৩		

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি ইউএসএইড (অনুদান) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ৩৫৮০.৭৯ (জিওবি ৯১.৪৯ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৩৪৮৯.৩০ লক্ষ টাকা)

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে) পরিশিষ্ট-'ক'**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা, প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ**

২০০৩-০৬ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ১২টি দেশে বার্ড-ফ্লু/ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বার্ড ফ্লু রোগটি পোল্ট্রি হতে মানুষে সংক্রমনযোগ্য প্রাণঘাতী একটি রোগ। বৈশ্বিক অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশের সাথে বর্হিবিশ্বের যোগাযোগ অপরিহার্য বিধায় এভিয়ান ইনফ্লুরেঞ্জা রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে ২০০৬-২০০৮ পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসর National Avian Pandemic Influenza Prevention Preparatory Plan সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট নামক

একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়।মার্চ ২০০৭ সালে বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড-ফ্লু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অধিকাংশ জেলায় রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার পোল্ট্রি মারা যায়। রোগ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে স্টেমপিং আউট পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ পোল্ট্রি ও ডিম ধ্বংস করা হয়। খামারীরা অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ প্রেক্ষিতে দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য "স্ট্রেংদেনিং অফ সাপোর্ট সার্ভিস ফর কমবেটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) প্রকল্পের আওতায় ভেটেরিনারি অফিসার ও ফিল্ডম্যান নিয়োগের মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার চলমান সার্ভিলেন্স কার্যক্রমে সহায়তা করা;

(খ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালনকারী এবং ক্ষুদ্র খামারীদের পুনর্বাসন;

(গ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা;

(চ) এভিয়ান ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সার্ভিল্যান্স, ডায়াগনোসিস ও আউটব্রেক ম্যানেজমেন্ট, জীব-নিরাপত্তা, সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(ছ) কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সরবরাহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল জেলা অফিসে লাইভস্টক ওয়্যার হাউজিং ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LWIMS) চালুকরণ।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ৩২ জন ভেটেনারি অফিসার ও ৬৪ জন ফিল্ডম্যান নিয়োগ;
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স কার্যক্রম;
- পুর্নবাসন কার্যক্রম;
- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা আয়োজন;
- গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি,এয়ারকুলার, রেফ্রিজারেটন, ফ্রিজার, ইনফ্লুয়েঞ্জা রেপিড ডায়াগনস্টিক কিট, গবেষণাগারের বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি সংগ্রহ;
- কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট সংযোগ;
- রিনোভেশন কার্যক্রম;
- আসবাবপত্র সংগ্রহ এবং
- চেকপোস্ট স্থাপন ইত্যাদি।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৯/১/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৭/২/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত টিপিপি ২৫/০৩/২০১০ তারিখে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২য় সংশোধিত টিপিপি ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ।

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	৫৭০.০০	-	৫৭০.০০	-	৩৫৭.৫৯	-	৩৫৭.৫৯
২০০৯-২০১০	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	৯০৩.৫৮	-	৯০৩.৫৮
২০১০-২০১১	৯০০.০০	-	৯০০.০০	-	৮৯৪.২৯	-	৮৯৪.২৯
২০১১-২০১২	৯৩০.০০	-	৯৩০.০০	-	৭৫০.৯৯	-	৭৫০.৯৯
২০১২-২০১৩	৪৩০.০০	-	৪৩০.০০	-	৪২৫.৪২	-	৪২৫.৪২
২০১৩-২০১৪	১৫২.০০	-	১৫২.০০	-	১৫০.৫৬	-	১৫০.৫৬
মোট	--		--		**৩৪৮২.৪৩**		**৩৪৮২.৪৩**

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- spec সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। ডাঃ মোঃ আব্দুল বাকী	খন্ডকালীন	০১/০১/০৮ হতে ৩০/০৬/২০০৮
২। ডাঃ মোঃ আব্দুল বাকী	পূর্ণকালীন	০১/০৭/০৮ হতে ৩০/০৬/২০০৯
৩। ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ	পূর্ণকালীন	০১/০৭/০৯ হতে ১৩/১০/২০১১
৪। ডাঃ এ এস এস এম জুবেরী	খন্ডকালীন	১৪/১০/১১ হতে ২১/০৩/২০১২
৫। ডাঃ মোঃ শাহীদুজ্জামান	পূর্ণকালীন	২২/০৩/১২ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ২৭/০৮/২০১৫ তারিখে কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা ও গাজীপুর জেলা প্রানি সম্পদ কার্যালয়, গাজীপুর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন।

১৪.২। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় ৩২ জন ভেটেরিনারী অফিসার ও ৬৪ জন ফিল্ডম্যান নিয়োগ করা হয়। বার্ড ফ্লু সার্ভিলেন্স সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার রোগাক্রান্ত/মৃত হাঁস মুরগী বার্ড ফ্লু আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলে স্থানীয় জেলা/উপজেলায় প্রাথমিকভাবে রোগ সনাক্তকরণপূর্বক কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারে এ নমুনা প্রেরণের মাধ্যমে সুনিশ্চিতভাবে রোগ সনাক্তকরণ করতো। দ্রুত রোগ সনাক্তকরণের মাধ্যমে আক্রান্ত খামারের/স্থানের সকল মোরগ মুরগী জরুরীভিত্তিতে মেরে মাটিতে পুতে ফেলা হতো। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রেপিড ডায়াগনস্টিক কিট দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/ বার্ড ফ্লু রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

১৪.৩। পুনর্বাসনঃ

যে সকল খামারী/পারিবারিক হাঁস মুরগী পালনকারী বার্ড ফ্লু এর প্রার্দুভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এমন ২০৫৯০ জনকে প্রকল্পের আওতায় পুনবার্সন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র খামারীদের প্রত্যককে ২০০টি মুরগীর বাচ্চা ও খাদ্য প্রদান করা হয়। পারিবারিক হাঁস মুরগী পালনকারীদেরকে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ (অধিকাংশ মহিলা) ১০টি ৫ মাস বয়সী মুরগী, খাদ্য এবংঔষধপত্র প্রদান করা হয়। ফলে ক্ষুদ্র খামারীরা পুনরায় মুরগী পালন করতে শুরু করে।

১৪.৪। দেশীয় প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১২০০ জন কর্মকর্তা, প্রকল্পের ৩২ জন ভেটেরিনারী অফিসার , ৬৪ জন ফিল্ডম্যান, ১৯০০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্থানীয়ভাবে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাসহ ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪.৫। বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ বিভিন্ন দপ্তরের ৭৫ জন কর্মকর্তা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার

প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত এভিয়ারী ইনফ্লুয়েঞ্জা কিট

১৪.৬। **প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণারের সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ**

প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ৯টি আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার এবং জেলা ভেটিরিনারী হাসপাতালে এয়ার কুলার, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর, আইপিএস, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, এভিয়ারী ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্তকরন কিট,বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ ও বিকারক,আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।ফলে দ্রুত বার্ডফ্লু রোগ সনাক্তকরণ সুবিধা সৃষ্টি হয় । এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের প্রশিক্ষণ কক্ষের সংস্কার করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গবেষণাগারের রাসায়নিক দ্রব্য, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি ক্রয় করা হয়ঃ

ক্র: নং	বিবরণ	সংখ্যা
১	এভিয়ারী ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্তকরন কিট	১৯০০ কি বক্স
২	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের জন্য রেফ্রিজারেটর	১১ টি
৩	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের জন্য ফ্রিজার	৬৩ টি
৪	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের জন্য আইপিএস	১১ টি
৫	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের জন্য এয়ার কুলার	৪৩ টি
৬	ল্যাপটপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৩ টি
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্ট ও অন্যান্য সরঞ্জাম	২ টি
৮	ফটোকপিয়ার	৫ টি

৯	ডিসইনফেকটেন্ট এন্ড এন্টিসেপটিক	থোক
১০	স্প্রে মেশিন	১২৫ টি
১১	আইস বক্স (কুল বক্স)	১০০ টি
১২	কেন্দ্রী ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহঃ	
	(ক) পোস্টমোর্টেম সেট	১৬ টি
	(খ) অটোক্লেভ	২৪ টি
	(গ) মাইক্রোসকোপ	২ টি
	(ঘ) মাইক্রো পিপেট সিঙ্গেল চ্যানেল	৩৬ টি
	(ঙ) মাইক্রো পিপেট ৮ চ্যানেল	২৮ টি
	(চ) সেন্টিফিউজ মেশিন	১ টি
	(ছ) কার্বন ডাই অক্সাইড ইনকিউবেটর	১ টি
	(জ) ডিজিটাল ইলেকট্রোনিক্স ব্যানার	৩ টি
	(ঝ) হট ওয়াটার বাথ	১৬ টি
	(ঞ) অডিও ভ্যাজুয়াল সিস্টেম	১ টি
১৩	হ্যান্ড গ্লাভস্ এন্ড মাস্ক	থোক

১৪.৭। **স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিসঃ**

প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর এবং ৪০০ টি উপজেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আলমারি, স্টীল র‌্যাক ইত্যাদি সরবরাহ পূর্বক স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি উন্নত করা হয়।

১৪.৮। **কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সরবরাহঃ**

দেশের সকল জেলায় (৬৪ টি) কম্পিউটার সরবরাহ ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ওয়্যার হাউজ এর সাথে দ্রুত তথ্য আদান প্রদানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৪.৯। **যানবাহন সংগ্রহঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৭৪.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি জীপ ও ৩৫টি মটর সাইকেল সংগ্রহ করা হয়।

১৪.১০। **চেকপোস্ট স্থাপনঃ**

দেশের ৭টি বিভাগের সাথে ঢাকার সাথে সংযোগ আছে এমন সকল আন্তঃজেলা মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি পয়েন্টে বার্ড ফ্লু চেক পোষ্ট স্থাপন করা হয়। ৪ জন দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা চেক পোস্ট পরিচালিত হয় যা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। বার্ড ফ্লু চেকপোস্টে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি পণ্যবাহী যানবাহন চেক করতঃ ডিসইনফেকটেন্ট দ্বারা স্প্রে করা হতো এবং রোগাক্রান্ত মুরগী ধ্বংস করা হতো।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক):**

অনুমোদিত	অর্জিত
প্রকল্পের আওতায় ভেটেরিনারি অফিসার ও ফিল্ডম্যান নিয়োগের মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার চলমান সার্ভিলেন্স কার্যক্রমে সহায়তা করা;	প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ভেটেরিনারি অফিসার এবং ফিল্ডম্যানগণ এভেয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জা বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অনুমোদিত	অর্জিত
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালনকারী এবং ক্ষুদ্র খামারীদের পুনর্বাসন;	প্রকল্পের আওতায় ২০৫৯০ জন খামারী/পারিবারিক হাসমুরগী পালনকারীদের পুনর্বাসনপূর্বক মুরগী পালনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ৯টি আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার এবং জেলা ভেটিরিনারী হাসপাতালে এয়ার কুলার, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর, আইপিএস, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, এভিয়ারী ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্তকরন কিট,বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, রিএজেন্ট, আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে দ্রুত বার্ডফ্লু রোগ সনাক্তকরণ সুবিধা সৃষ্টি হয় ।
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা;	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে দেশের ৬৪টি জেলার প্রানি সম্পদ দপ্তর এবং ৪০০টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আলমারি, র‌্যাক ইত্যাদি সরবরাহ করে সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
এভিয়ান ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সার্ভিল্যান্স, ডায়াগনোসিস ও আউটব্রেক ম্যানেজমেন্ট, জীব-নিরাপত্তা, সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;	প্রকল্পের আওতায় এভিয়ান ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সার্ভিল্যান্স, ডায়াগনোসিস ও আউটব্রেক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক CPP প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সরবরাহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল জেলা অফিসে লাইভস্টক ওয়্যার হাউজিং ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LWIMS) চালুকরণ।	দেশের ৬৪ জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয় এবং Livestock warehousing information Management System (LWIMS) চালু হয়।

১৬। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.১ আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদকালে চার (০৪) বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে যা প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অন্তরায়;

১৬.২ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা প্রাণিরোগ হাসপাতালে প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, এয়ারকুলার, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদিতে কোন লেভেলিং করা হয়নি বিধায় তা কোন প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি;

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এবং পুনর্বাসনকারীদের কোন ডাটাবেজ তৈরী করা হয়নি; এবং

১৬.৪ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার প্রাণিসম্পদ অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয় এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে Livestock Warehousing Information Management Systems (LWIMS) চালু করা হয় কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর ইন্টারনেট এর বিল পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকায় কম্পিউটারসমূহের ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে।

১৭। সুপারিশঃ

১৭.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে উন্নয়ন প্রকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

১৭.২ স্ট্রেংদেনিং অফ সাপোর্ট সার্ভিস ফর কমবেটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণার ও জেলা প্রাণিরোগ হাসপাতালে সরবরাহকৃত কম্পিউটার, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর,

ফটোকপিয়ার ইত্যাদিতে প্রকল্প ও সংস্থার নাম লেভেলিং করতে হবে;

১৭.৩ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বার্ড ফ্লু রোগ প্রতিরোধসহ দেশের পোল্ট্রি খাতকে টেকসইকরণের জন্য স্ট্রেংদেনিং অফ সাপোর্ট সার্ভিস ফর কমবেটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত এভিয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্তকরণ কীট সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৪ দেশের ৬৪টি জেলার প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের Livestock Warehousing Information Management Systems (LWIMS) ব্যবস্থা টেকসইকরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পটির External Audit দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; এবং

১৭.৬ অনুচ্ছেদ ১৭.১-১৭.৫ এর উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট “ক”

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
ক) রাজস্ব						
১।	জিওবি কর্মকর্তাদের বেতন	জনমাস	৪১.৪৯	৪ জন	ইন কাইন্ড (০)	৪ জন (১০০)
২।	প্রকল্পের কর্মকর্তাদের বেতন	জনমাস	২১৬.৭৬	৩২ জন	২১৫.০৫ (৯৯.২১)	৩২ জন (১০০)
৩।	প্রকল্পের কর্মচারীদের বেতন	জনমাস	১৭৬.৯৭	৬৯ জন	১৭৬.৩০ (৯৯.৬২)	৬৯ জন (১০০)
৪।	ভাতাদি	থোক	৩২৫.৮২	থোক	৩২৫.৬৪ (৯৯.৯৪)	(১০০)
৫।	ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা	থোক	৪০.২৮	থোক	৪০.২৮ (১০০)	(১০০)
৬।	প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর	জন	৩৫৪.৬৯	২১১২৫ জন	৩৫৪.৫২ (৯৯.৯৫)	২১,১২১ জন (৯৯.৯৮)
৭।	মিটিং ও সিটিং	থোক	৭.৩৭	থোক	৭.০৯ (৯৯.৬০)	(১০০)
৮।	ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	জন	১৭.৪১	৫৫০ জন	১৭.৪১ (১০০)	৫৫০ জন (১০০)
৯।	জ্বালানী ও তেল	থোক	৪৭.৪৪	৫২,৪৪০ লি.	৪৬.৪১ (৯৭.৮৩)	৫১,৪০০ লি. (৯৮.০১)
১০।	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের পুনর্বাসন	জন	১১১৭.৬৬	২০৫৯০ জন	১১১৭.৩৪ (৯৯.৯৭)	২০৫৯০ জন (১০০)
১১।	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩২৯.২৩	থোক	৩২৯.২৩ (১০০)	(১০০)
১২।	যানবাহন মেরামত	সংখ্যা	১৩.২৭	৩৬ টি	১৩.২৭ (১০০)	৩৬ টি (১০০)
১৩।	যানবাহন ভাড়া	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০)	(১০০)
১৪।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৪১.৩০	থোক	৪১.২৮ (৯৯.৯৫)	(১০০)
১৫।	আনুষাঙ্গিক	থোক	৮৫.৩৫	থোক	৮৩.১০ (৯৭.৩৬)	(১০০)
১৬।	দৈনিক হাজরি ভিত্তিক শ্রমিকের বেতন	জন	৫৪.০০	১২০ জন	৫৪.০০ (১০০)	১২০ জন (১০০)
	মোট রাজস্ব =		**২৮৭২.০৪**	--	**২৮২৩.৯২**	
খ) মুলধন						
১।	যন্ত্রপাতি ও রাসানিক দ্রব্যাদি	থোক	৪৫৯.০৯	থোক	৪৫৮.৯৬ (৯৯.৯৭)	(১০০)
২।	কম্পিউটার ও অন্যান্য	সংখ্যা	৭১.২৭	৮৩ টি	৭১.১৬ (৯৯.৮৫)	৮৩ টি (১০০)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী অঙ্গের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (মোট)	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৩।	আসবাবপত্র	থোক	৫৩.৭০	থোক	৫৩.৭০ (৯৯.৮৫)	(১০০)
৪।	জীপ গাড়ী ও মটরসাইকেল	১+৩৫	৭৪.৬৯	১+৩৫	৭৪.৬৯ (১০০)	(১০০)
৫।	সিডি ভ্যাট	থোক	৫০.০০	--	০.০০ (০)	-- (০)
মোট মুলধন =			**৭০৮.৭৫**		**৬৫৮.৫১**	
মোট (রাজস্ব+মুলধন) =			**৩৫৮০.৭৯**		**৩৪৮২.৪৩**	

“সার্পোট টু সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গাল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৮.৮০ ১৯২.৫০ (in cash) ৩০৬.৩০ (in kind)	৪৫৪.৮০ ১৪৮.৫০ (in cash) ৩০৬.৩০ (in kind)	৪৩৫.০৬ ১৩৯.২৮ (in cash) ২৯৫.৭৮ (in kind)	সেপ্টেম্বর ২০০৮ হতে আগষ্ট,২০১৩	সেপ্টেম্বর ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	সেপ্টেম্বর ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	- -	১০ মাস (১৭%)

০৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি : **পরিশিষ্ঠ -ক**

০৭। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা ও সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায় যে, ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

০৮। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য :

৮.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বঙ্গোপসাগর পৃথিবীর বৃহৎ সামুদ্রিক ইকোসিষ্টেমের (large marine ecosystem) একটি। এই উপ-সাগরের চারিদিকে অবস্থিত বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড- এই ৮টি দেশে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এলাকায় প্রায় ৪০ কোটি লোক বসবাস করে যার অধিকাংশেরই অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নীচে। এই বিপুল জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। যেহেতু বঙ্গোপসাগর একটি বৃহৎ মেরিন ইকোসিষ্টেম এবং বাংলাদেশ ছাড়া আরও ৭টি দেশ এর চারপাশে অবস্থিত, সেহেতু এর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং আবাসস্থল রক্ষা করা সংশ্লিষ্ট সকল দেশের যৌথ দায়িত্ব। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ৮টি দেশ ইতোমধ্যে এর পরিবেশসহ মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিবিড় সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। এতদ্‌অঞ্চলের মানুষের পুষ্টি, কল্যাণ এবং জীবিকার ওপর বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে GEF (Global Environment Fund) এর আর্থিক সহায়তায় FAO কর্তৃক ২০০৯

থেকে ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১ মিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ে “Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME)” শীর্ষক আঞ্চলিক প্রকল্পটি ৮টি দেশ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। Co-financing কার্যক্রমের অংশ হিসেবে GEF এর নীতিমালা অনুযায়ী ১:১ ডলার ও কো-ফাইনাসিং ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) এতদঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত Strategic Action Plan (SAP) প্রণয়ন;

খ) মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা;

গ) সমন্বিত উপকুল ও সংকটময় এলাকার ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি;

ঘ) সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে বিদ্যমান সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও সাদৃশ্য বিধান; এবং

ঙ) স্থিতিশীল উন্নয়ন সহায়ক একটি স্থায়ী আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত “ সার্পোট টু সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গাল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ৪৯৮.৮০ লক্ষ টাকা (in cash ১৯২.৫০+in kind ৩০৬.৩০) অনুমোদিত ব্যয়ে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ওপর ১৩/০৩/১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত DSPEC কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস করে প্রকল্পটি ৪৫৪.৮০ লক্ষ টাকায় (in cash ১৪৮.৫০+in kind ৩০৬.৩০) সেপ্টেম্বর ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধন করা হয় ।

১০। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০০৮-২০০৯	৬.২৫	১০.০০	১০.০০	৬.২৫
২০০৯-২০১০	১৬.০৭	১৭.০০	১৬.০৭	১৬.০৭
২০১০-২০১১	৩৩.২০	৩৭.০০	৩৪.০০	৩৩.২০
২০১১-২০১২	২৯.২৩	৩০.০০	৩০.০০	২৯.২৩
২০১২-২০১৩	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৫৫
২০১৩-২০১৪	৩৩.৭৫	২৫০০	২৫.০০	২৪.৯৮
মোট=	**১৪৮.৫০**	**১৪৮.০০**	**১৪৫.০৭**	**১৩৯.২৮**

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১	ড. মোঃ এনামুল হক উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	খন্ডকালীন	১১/০১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৪

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

"সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গাল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম" শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯/০৪/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহে সরেজমিন পরিদর্শন, নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহঃ**

১৩.১। Strategic Action Programme (SAP) প্রণয়নঃ

জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে সীমানোত্তর বৈশিষ্ট্যসূচক বিশ্লেষণ (Transboundary Diagnostic Analysis) চূড়ান্ত করা হয়। কর্মশালায় বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের অতিআহরণ, আন্ত:দেশীয় সীমানোত্তর বিচার্য বিষয়সমূহ, পরিবেশগত অবস্থা, সমূদ্রসীমা ও মহাদেশীয় তটরেখা (continental shelf) এর যৌক্তিক দাবী, ভবিষ্যৎ সহনশীল উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ করত: TDA চূড়ান্ত করা হয়। তৎসঙ্গে BOBLME(Bay of Bengal Large Marine Ecosystem) এর ৮টি সদস্য দেশের জন্য একটি একক ও সমন্বিত SAP প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় এবং বর্ণিত আন্ত:দেশীয় সমস্যাদি নিরসণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

১৩.২। আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা (ইলিশ, ম্যাকারেল, হাঙ্গর)

ইলিশঃ ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। কিছুদিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার ত্রি-দেশীয় ব্যবস্থাপনার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এককভাবে বাংলাদেশ ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনা কার্যকর করে বেশীদিন এর সুফল পাবে না। তাই BOBLME প্রকল্প ২০১০ সন থেকে বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার এর ইলিশ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কার্যকরী দল তৈরী করে এই তিন দেশে কয়েকটি আঞ্চলিক সভা ও কর্মশালা করে অভিন্ন পন্থায় ইলিশের গতিধারা, জীববিদ্যা ও মজুদ নিরূপণের কাজ করেছে। আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্প Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, UK এর সহযোগিতায় Assessment of the Indian mackerl and the hilsa shad in the BOBLME countries-Bangladesh শীর্ষক একটি প্রতিবেদন সংকলিত করেছে। এছাড়া ইলিশের মজুদ নিরূপণের যথাযথ পদ্ধতিতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইলিশের গতিধারা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা বাংলাদেশে ইলিশের উপর কাজ করে এমন একটি দলকে ২০১১ সনে ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে মাঠ পর্যায়ে সপ্তাহ-ব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ভারতীয় ম্যাকারেল (চাম্পা/বয়রা মাছ): বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ০৩ (তিন) প্রজাতির ম্যাকারেল মাছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় ম্যাকারেল বা চাম্পা/বয়রা মাছ অন্যতম। Genetic study এর মাধ্যমে এ প্রজাতির জাত/কুল নির্ণয়সহ বঙ্গোপসাগরে এদের প্রকৃত মজুদ অবস্থা, দেশ অনুযায়ী সহনশীল আহরণযোগ্য পরিমাণ ও প্রজনন মৌসুম নির্ণয় করা হয়েছে।

হাঙ্গরঃ FAO বিশ্বব্যাপী হাঙ্গারের সহনশীল আহরণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সনে একটি আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা (International Plan of Action, IPOA-shark) প্রণয়ন করে। উক্ত আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের স্ব-স্ব-উদ্যোগে ২০০১ সনের মধ্যেই নিজস্ব জলসীমায় হাঙ্গারের সহনশীল আহরণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিজস্ব জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (National Plan of Action, NPOA-shark) প্রণয়ন নির্ধারিত রয়েছে। আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্পের সহযোগীতায় ইনস্টিটিউট ২০১৩ সনের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর সময়ে মাঠ সমীক্ষা চালিয়ে ও অন্যান্য তথ্য উপাত্ত সংকলন করে হাঙ্গারের জন্য একটি খসড়া জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (draft NPOA-shark) তৈরী করেছে যা ২০/০৪/২০১৪ তারিখে ঢাকায় একটি কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়।

১৩.৩। সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশে যথেষ্ট মানসম্পন্ন একটি 'উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা,২০০৫' থাকা সত্ত্বেও দূর্বল বাস্তবায়নের কারণে অনবায়নযোগ্য উপকূলীয় প্রাকৃতিক জলজ সম্পদ নির্বিচারে ধ্বংস/আহরণ করা হচ্ছে। সেজন্য পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বাস্তবায়িত উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আদলে বাংলাদেশেও উপকূলীয় জনগণের সম্পৃক্ততায় সমাজ-ভিত্তিক সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছে। সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরিভাবে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর দুইজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে ২০১১ ও ২০১২ সনে Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand হতে ICM এর ওপর ০২ মাসব্যাপী Post-graduation Course করিয়ে আনা হয়েছে।

১৩.৪। **সংকটময় এলাকার ব্যবস্থাপনাঃ**

সুন্দরবনঃ আমাদের সুন্দরবন একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সংকটময় এলাকা। নানাবিধ কারণে এর আয়তন, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। সুন্দরবনের দক্ষিণের সমুদ্র এলাকা ও *Swatch of no ground* এলাকা গাঙ্গেয় ও ইরাবতী শুঁশুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার গাঙ্গেয় শুঁশুক ও ইরাবতী শুঁশুক রক্ষার্থে বর্ণিত এলাকাতে ৩টি অভয়ারণ্য ঘোষণা করে সেখানে সকল প্রকার জলজসম্পদ আহরণ বন্ধ করেছে।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Areas) : আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্প IUCN এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল ধরনের সামুদ্রিক/উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকা, পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থা, ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলপত্র, বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত সমস্যা ও তা উত্তরণের কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লেষিত প্রতিবেদন তৈরি করেছে । আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্পের সহায়তায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, প্রতিনিধিগণ ও কার্যকরী দল বঙ্গোপসাগরের ৮টি দেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার বর্তমান অবস্থা, FAO এর নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী বাস্তবায়ন পর্যায়, বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ ও উত্তরণের প্রচেষ্টাসমূহ বিষয়ক বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করে।

বঙ্গোপসাগর-বাংলাদেশের পরিবেশগত স্বাস্থ্য অবস্থা ও দূষণ ব্যবস্থাপনাঃ

চট্রগ্রামে ১২ জুন ২০১০ সনে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর-বাংলাদেশের পরিবেশগত স্বাস্থ্য-অবস্থা, সকল প্রকার দূষণের উৎস, দূষণের মাত্রা ও হুমকি, জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পের ক্ষতিকর প্রভাব, উপকূলীয় দূষণ ও সকল প্রকার দূষণের প্রতিকার বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। তৎসঙ্গে আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্পের উদ্যোগে সদস্য দেশ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকরী দল গঠন পূর্বক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রতিটি দেশের বর্তমান অবস্থা ও প্রেক্ষাপট উপস্থাপন ও মতবিনিময় পূর্বক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। BOBLME প্রকল্পের প্রতিটি সদস্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ জানুয়ারি ২০১২ সনে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় কর্মশালায় সকল সুফলভোগীদের আলোচনা-পর্যালোচনা মাধ্যমে আমাদের জলসীমার স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত অবস্থা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিবেশগত সূচক (ecosystem indicators) নির্ধারণ করা হয়।

১৩.৫। **সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের বিদ্যমান সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালাসমূহের পর্যালোচনা ও সাদৃশ বিধানঃ**

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা (Integrated Coastal Management, ICM) ও মৎস্য উপাত্ত সংগ্রহ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা ও কৌশলপত্রগুলো সনাক্তকরণসহ সেগুলোর বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে উপযোগিতা/সামঞ্জস্যতা কিংবা কতটুকু সংশোধন/পরিমার্জন প্রয়োজন, বাস্তবায়নে কার কী ভূমিকা ও দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ঢাকায় আয়োজিত এক কর্মশালায় বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্প Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, UK এর সহযোগিতায় ৮টি সদস্য দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ এবং সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সমন্বিত ও সংশ্লেষিত রিপোর্ট তৈরী করেছে।

১৩.৬। **স্থিতিশীল উন্নয়ন সহায়ক স্থায়ী আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠাঃ**

আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্প অন্যান্য বৃহৎ সামুদ্রিক পরিবেশ (LMEs) ও IOGOOS (Indian Ocean Global Ocean Observing System) এর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ও লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে BOBLME এর গতিশীলতা ও সক্রিয়তা সম্পর্কে উন্নত ও বিশদ ধারণা লাভের চেষ্টা করছে। BOBLME প্রকল্পের সহায়তায় চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Institite of Marine Science & Fisheries (IMSF), IOGOOS এর সদস্যপদ লাভ করেছে। যা বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়া, সমুদ্রতত্ত্ব, প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বিদ্যমান উপাত্ত ও কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ উপাত্তের অভাব রয়েছে তা সনাক্তকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত ও বিশদ জ্ঞান ও ধারণা লাভ করা সহায়ক হবে।

১৩.৭। **কর্মশালা/সভা প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রকাশনাঃ**

BOBLME প্রকল্পর অর্থায়ন ৫৪টি কর্মসূচিতে ১০৯ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বৈদেদশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া SBOBLME প্রকল্প থেকে উপকূলীয়/সামুদ্রিক মৎস্যজীবী ও উপকূলীয়/সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের উপকূলীয়/সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সহনশীল আহরণের নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কক্সবাজার, চাঁদপুর, কলাপাড়া (পটুয়াখালী), পাথরঘাটা (বরগুনা), পাইকগাছা, বাগেরহাটে ২৫টি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৬১৫ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের তালিকা পাওয়া যায়।

SBOBLME প্রকল্পের কারিগরী অর্জনসমূহ সম্প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক BOBLME প্রকল্প একটি Communication hub (website- www.boblme-bangladesh.org) স্থাপনসহ বিভিন্ন ধরণের সহজ বাংলায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, leaflet, brochure, poster মুদ্রণ ও উপকূলীয় এলাকায় billbord স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করেছে। তৎসঙ্গে ইলিশ মাছের সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনা সম্প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য ১৩ মিনিটের একটি video clip তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত কারিগরি প্রতিবেদনের তালিকা পরিশিষ্ট "খ"-তে দেওয়া হলো।

১৪। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের আওতায় একটি ফটোকপিয়ার, ২টি মাল্টিমিডিয়া, একটি ডিজিটাল ক্যামেরা, দুইটি কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ৪টি অফিস টেবিল, ৯টি কনফারেন্স টেবিল, ১টি বুক সেল্ফ, ৮টি চেয়ার ও ৩০টি প্রশিক্ষণ টেবিল ক্রয় করা হয়েছিল। এই ক্রয়বাবদ নির্ধারিত ১৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ১৩.৯১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটটে সচল অবস্থায় ব্যবহার হতে দেখা যায়। তবে এগুলোর কোনটার গায়েই ইনভেন্টরি মার্কিং নেই ফলে এ গুলো কোন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত তা সহজে বুঝা যায় না। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অণুসরন করা হয়েছে মর্মে নথি পত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়। প্রকল্পটির External (বাণিজ্যিক) অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন কোন ইস্যু নেই।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ

"সার্পোট টু সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প তথা BOBLME প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অর্জন পাওয়া গেছেঃ

- ইলিশ মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরুপণ ও ত্রিদেশীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- হাঙ্গর মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও National Plan of Action for Shark (NPOA- Shark) প্রণয়ন;
- সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Areas, MPAs) ধারণা ও MPA প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ;
- আমাদের জলসীমার স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত অবস্থা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিবেশগত সূচক (ecosystem indicators) নির্ধারণ;
- ICM বিষয়ে ২ জন বিজ্ঞানীর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন;
- বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশের মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশ সর্ম্পকিত তথ্যবহুল মানসম্পন্ন প্রকাশনা ও পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট (www.boblme-bangladesh.org);
- Ecosystem approach, Stock assessment, Pollution, Oceanography, ICM, MPA ও Scientific write & presentation বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
ক)	এতদঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও খাদ্য নিরাপওা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত Strategic Action Plan (SAP) প্রণয়ন;	অনুচ্ছেদ ১৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
খ)	মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা;	
গ)	সমন্বিত উপকুল ও সংকটময় এলাকার ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি;	
ঘ)	সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে বিদ্যমান সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও সাদৃশ্য বিধান; এবং	
ঙ)	স্থিতিশীল উন্নয়ন সহায়ক একটি স্থায়ী আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।	

১৭। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকেলে তার কারণঃ** আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৮। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এটি বাস্তবায়নে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা ব্যাতীত তেমন কোন বাস্তবায়ন সমস্যা ছিলনা।

১৯। **সুপারিশঃ**

১৯.১ প্রকল্পের বিভিন্ন Finding এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা অন্বেষণ করা যেতে পারে;

১৯.২ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্ঠ সকল দপ্তরের সংগে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে; এবং

১৯.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল ও যন্ত্রপাতি সহজে চিহ্নিত করণ ও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের স্বার্থে এর গায়ে ইনভেনটরি মার্কিং করা সমীচীন হবে।

পরিশিষ্ঠ-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের বিবরণ	একক	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্বঃ					
১	ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০ (১০০%)
২	পোস্টাল, টেলিফোন ও ইন্টারনেট	থোক	থোক	৩.০০	থোক	২.৪০ (৮০%)
৩	জ্বালানী তেল	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯৬ (৯৯.৫%)
৪	প্রকাশনা ও মুদ্রণ	সংখ্যা	১০	১০.০০	১০	৯.৯৮ (১০০%)
৫	মনোহারী দ্রব্য	থোক	থোক	৩.০০	থোক	২.৮৮ (৯৬%)
৬	বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	১.০০	থোক	০.৭৯ (৭৯%)
৭	কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৫৫	৪০.০০	৫৫	৩২.৪৫ (৮১%)
৮	দৈনিক শ্রমিক	সংখ্যা	১	৩.২৫	১	৩.১৩ (৯৬.৩০%)
৯	পরামর্শক	সংখ্যা	১	৪৪.০০	১	৪৪.০০ (১০০%)
১০	মজুরি ও সম্মানী	থোক	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)
১১	ফটোকপি ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৩৯ (৯৫.৬০%)
১২	বিবিধ	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৮৮ (৯৭.৬০%)
১৩	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত			৫.২৫		৫.০১ (৯৫.৪২%)
	উপমোট =			**১৩৪.৫০**		**১২৫.৩৭ (৯৩.২১%)**
	মূলধনঃ					
১৪	প্রশিক্ষণ ও অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪	৪.০০	৪	৩.৯৯ (১০০%)
১৫	কম্পিউটার দ্রব্যাদি	সংখ্যা	৪	৬.০০	৪	৫.৯৪ (৯৯%)
১৬	আসবাবপত্র		থোক	২.০০	থোক	১.৯৯ (৯৯.৫%)
১৭	ইন্টারনেট সংযোগ	সংখ্যা	১	২.০০	১	১.৯৯ (৯৯.৫%)
	উপমোট =			**১৪.০০**		**১৩.৯১ (৯৯.৩৫%)**
	সর্বমোট =			**১৪৮.৫০**		**১৩৯.২৮ (৯৩.৮০%)**

পরিশিষ্ট- খ

২০০৯ সনের মার্চ মাসে প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু থেকে ২০১৪ সনের মে পর্যন্ত অর্জিত কারিগরি সাফল্যসমূহের দালিলিক প্রমাণ হিসেবে সার্পোট টু BOBLME প্রকল্প নিম্নে বর্ণিত ১২ টি কারিগরি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেঃ

1. Project Brief Leaflet – Support to BOBLME Project, BFRI, June 2009.
2. SBOBLME Pub./Rep. 2; 122 pp. on Sustainable management of fisheries resources of the Bay of Bengal – SBOBLME Project, BFRI, March 2010.
3. Review Article: Impact of Climate Change on Coastal and Marine Fisheries Resources in Bangladesh- Bay of Bengal News, Chennai, India; April 2010.
4. Workshop Report, SBOBLME Pub./Rep. 3; 84 pp. on Ecosystem Health and Management of Pollution in the Bay of Bengal, Bangladesh – SBOBLME Project, BFRI, January 2011.
5. Workshop Report: SBOBLME Pub./Rep. 4; 76 pp. on Shark fisheries in the Bay of Bengal, Bangladesh: Status and potentialities – SBOBLME Project, BFRI, January 2011.
6. Abstract and Poster on Shark Fishery Management in the Bay of Bengal, Bangladesh – Submitted in the 5th Fisheries Conference & Research Fair-2012 of the Bangladesh Fisheries Research Forum (BFRF). The poster was judged as the best poster in the BFRF Conference & Research Fair; 18 January, 2012.
7. Workshop Report: SBOBLME Pub./Rep. 5; 87 pp. on Integrated Coastal Management (ICM) in Bangladesh – SBOBLME Project, BFRI, 2012.
8. Workshop Report: SBOBLME Pub./Rep. 6; 55 pp. on Sunderbans Fisheries of Bangladesh: Current Status and Potentialities – SBOBLME Project, BFRI, 2012.
9. Training Manual [in Bangla]: SBOBLME Pub./Rep. 7; 76 pp. on Coastal/Marine Fisheries Resources and its Conservation-Management. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবমহাপনা ও সংরক্ষণ [উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জেলে, মৎস্যজীবি ও ব্যবসায়ীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল] – SBOBLME Project, BFRI, June 2012.
10. Hoq, M. Enamul, Haroon, M.K.Y. and Karim, E. 2014. Shark fisheries status and management approach in the Bay of Bengal, Bangladesh, pp 233-246. In: Wahab, M.A., Shah, M.S., Hossain, M.A.R., Barman, B.K. and Hoq, M.E. (eds.), Advances in Fisheries Research in Bangladesh: I. Proc. of 5th Fisheries Conference & Research Fair 2012. 18-19 January 2012, Bangladesh Agricultural Research Council, Dhaka, Bangladesh Fisheries Research Forum, Dhaka. 246 p.
11. Hoq, M. Enamul, A.K. Yousuf Haroon and S.C. Chakraborty. 2013. Marine Fisheries of Bangladesh: Prospect and Potentialities. Bangladesh Fisheries Research Institute. (ISBN 978-984-33-7777-7). SBOBLME Pub./Rep. 8: 92 p.
12. Hoq, M.E. and A.K. Yousuf Haroon. 2013. Technical outcomes of the BOBLME project in Bangladesh. Support to Sustainable Management of the BOBLME Project, Bangladesh Fisheries Research Institute, Bangladesh. SBOBLME Pub./Rep. 09, 36 p.

বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ জোরদারকরণ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : বাংলাদেশ প্রানিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের দু'টি আঞ্চলিক কেন্দ্রঃ (১) শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; ও (২) নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৩৭.৯৮	১২৫১.৫৪	১২৫১.৪০	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪	১১৩.৪২ (৯.৯৬%)	১ (এক) বছর (৩৩.৩৩%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** পরিশিষ্ট "ক" সংযুক্ত।

৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ:**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৮.১ **প্রকল্পের পটভূমি**

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ এর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে-প্রাণী খাদ্য, রোগ এবং গবাদি পশুর অনুন্নত জেনেটিক বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে বিএলআরআই এর দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। একটি সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ীঘাট, শাহাজাদপুরে এবং অপরটি পার্বত্য বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়িতে। বাঘাবাড়ীঘাট কেন্দ্রটি ৪ হেক্টর (১০ একর) এবং নাইক্ষংছড়ি কেন্দ্রটি ৬৫ হেক্টর (১৬২ একর) জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অঞ্চলভেদে প্রাণিসম্পদ প্রজাতী সমূহ ভিন্নতর হয়ে থাকে এবং এদের উৎপাদনের উপর আঞ্চলিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি অঞ্চলে ''পাবনা ডেইরী ব্রীড'' ও প্রাকৃতিক চারণভূমি থাকার কারণে এখানে দুধের উৎপাদন বেশী। মিল্কভিটার একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় গয়ালসহ অন্যান্য বন্য প্রজাতি প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান। দেশের ভৌগলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও এলাকাভেদে প্রাণিসম্পদের বিস্তৃতি

অনুযায়ী জাত ভিত্তিক উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করাই আঞ্চলিক কেন্দ্র দুটি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলত কোন অর্থের সংস্থান ছিল না। বাঘাবাড়ীতে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অর্থায়নে ১৯৯৭-২০০১ সালে সীমিত আকারে ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ও অন-ফার্ম ট্রায়াল গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয় এবং নাইক্ষ্যংছড়িতেও প্রাথমিক পর্যায়ে গয়াল গবেষণাসহ ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ এর কিছু কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্ত কেন্দ্রগুলোতে নূন্যতম গবেষণা অবকাঠামোর সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। জিওবি অর্থ্যায়নে ১৯৯৭-২০০১ সালে বাঘাবাড়ীতে অন্যন্ত সীমিত আকারে কিছু অবকাঠামো তৈরী হলেও ল্যাবরেটরী বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাবে গবেষণা কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলো। কিন্তু আঞ্চলিক কেন্দ্র দুটির বিদ্যমান স্থাপনাসমূহে প্রাণ জুটি ও মেস নির্ণয় এর জন্য কোন স্থান বরাদ্দ ছিলো না এবং কোন ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতিও ছিলো না। এ প্রেক্ষিতে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণের পূর্বে অন-ফার্ম ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রযুক্তির অর্থনৈতিক ও কারিগরি দিক যাচাইকরণ ও বাঘাবাড়ি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি কেন্দ্রে প্রাণিসম্পদের প্রজাতি ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) চট্রগ্রাম বিভাগের পার্বত্য এলাকার গয়াল, পাহাড়ী ছাগল, রেড জাংগল ফাউল এর গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা;

খ) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকার গরু, পাবনা ক্যাটেল, বাদামী ছাগল এবং রেড জাংগল ফাউল এর জন্য খাদ্য ও নিউট্রিশন টেকনোলজি গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়ন করা;

গ) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকার রোগের ইপিডিমিডলজি ষ্ট্যাডি, রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্তকরণ জোরদারকরণ; এবং

ঘ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও খামারী লেভেলে নতুন টেকনোলজি হস্তান্তরের পূর্বে ফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থাকরণ।

৮.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

ক) প্রশিক্ষণ; খ) সম্পদ সংগ্রহ; গ) পূর্ত কাজ; ঘ) বুক ও জার্নাল সংগ্রহ; ঙ) জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থাপন; এবং চ) গবেষণা।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮/০৬/২০১০ তারিখে ১১৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে কিছু অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি এবং গবেষণা ও পূর্তকাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধন করা হয়। সংশোধন মোতাবেক ব্যয় নির্ধারিত হয় ১২৫১.৫৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত।

১০। **ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১০-২০১১	১১৩.৪৯	১১৩.৫০	১১৩.৫০	১১৩.৫০
২০১১-২০১২	৮৮০.০১	৮৮০.০০	৮৮০.০০	৮৮০.০০
২০১২-২০১৩	১১২.০০	১১২.০০	১১২.০০	১১২.০০
২০১৩-২০১৪	১৪৬.০৪	১৪৬.০৪	১৪৫.৯০	১৪৫.৯০
সর্বমোট =	১২৫১.৫৪	১২৫১.৫৪	**১২৫১.৪০**	**১২৫১.৪০**

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
০১	ডা. মোঃ আজাহারুল ইসলাম তালুকদার	পূর্ণকালীন	০৪-০১-২০১১ হতে ৩০.০৬.২০১৪

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি ২৫/১০/২০১৫ তারিখে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি এবং ০৮/০১/২০১৬ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন।

১৩। **পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ**

১৩.১ খামারী প্রশিক্ষণ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাঘাবাড়ি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং বিএলআরআই, সাভার কেন্দ্রে ২০১০-২০১৪ অর্থ বছরে প্রায় ১০১৪ জন খামারীকে ছাগল পালন, ভেড়া পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ, পোল্ট্রি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ প্রযুক্তি, দুগ্ধ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা ও মাঠ দিবস সহ বিভিন্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ০৫ জন প্রশিক্ষককে জীবনিরাপত্তা বিষয়ে ও ১০ জন প্রশিক্ষককে গবেষণাগারে খাদ্যের মান বিশ্লেষণ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৩.২ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ:

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নাইক্ষ্যংছড়ি ও বাঘাবাড়ী আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ৫০ প্রকারের ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, ১৭ প্রকারের ফার্নিচার, উভয় অঞ্চলের জন্য ২টি সোলার প্যানেল, ৪টি ফটোকপি মেশিন, ৩টি ফ্যাক্স মেশিন, ০১টি মিটসুবিসি পাজেরো জীপ, ৭টি মোটর সাইকেল, ২টি মাল্টিমিডিয়া, ৬টি কম্পিউটার, ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ১০টি বাই-সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ল্যাব যন্ত্রপাতিগুলো উভয় কেন্দ্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ক্রয়কৃত সামগ্রীতে ইনভেনটরি মার্কিং করা হয়েছে।

১৩.৩ পূর্তকাজঃ

১৩.৩.১ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মান, বাঘাবাড়ীঃ

বাঘাবাড়ী আঞ্চলিক কেন্দ্রটি ১০ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৯৯৭-২০০১ সালে “Strengthening Livestock Research Program” প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০ বর্গমিটার একটি অফিস ভবন নির্মান করা হয়। উক্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রে অত্যাধুনিক রোগ সনাক্তকরণ ও খাদ্যের মান নির্ণয়ের কোন ল্যাবরেটরী ছিল না। এ প্রকল্পের আওতায় উক্ত কেন্দ্রের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০০ বর্গমিটারের একটি নিউট্রিশন ও ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী নির্মাণ করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে গবাদি পশুর খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান (প্রোটিন, ফাইবার, তেল, খনিজ পদার্থ ও পানি) পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া, গবাদি পশুর রক্ত, গোবর, মুত্র, শ্লেসা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেবা যেমন- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ওলান প্রদাহ পরীক্ষা, কৃমি/পরজীবি পরীক্ষা, গর্ভধারণ সনাক্তকরণ এবং ময়নাতদন্ত করা হয়।

১৩.৩.২ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মান, নাইক্ষ্যংছড়িঃ

নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রটি পার্বত্য বান্দরবান জেলায় অবস্থিত,যেখানে গয়াল,বাদামী ছাগল (যা পাহাড়ী ছাগল হিসেবে পরিচিত), পাহাড়ী মুরগীসহ অন্যান্য বন্য প্রজাতী প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান। ইতোপূর্বে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রে কোন ধরনের রোগ সনাক্তকরন ল্যাবরেটরী ছিল না । পার্বত্য বান্দরবান জেলার পাহাড়ী বন্য প্রানীর রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু সনাক্তকরন এবং মাঠ পর্যায়ে Avian Influenza (AI) ভাইরাস সনাক্তকরনের জন্য এ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ১৫০ বর্গমিটারের একটি অত্যাধুনিক প্রাণিস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ল্যাবরেটরী নির্মান করা হয়েছে। এ কেন্দ্র হতেও গবাদি পশুর খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা এবং প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। এ ল্যাবরেটরি ভবনেই বর্তমানে এ আঞ্চলিক কেন্দ্রের অফিস পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্রঃ ল্যাবরেটরি ভবন, নাইক্ষ্যংছড়ি

চিত্রঃ ল্যাবরেটরি ভবন, বাঘাবাড়ি

চিত্রঃ প্রাণিস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি, বাঘাবাড়ি

চিত্রঃ প্রাণিপুষ্টি ল্যাবরেটরি, বাঘাবাড়ি

১৩.৩.৩ নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ছাগলের সেড নির্মাণঃ

বাদামী ছাগল (যা পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী ছাগল হিসেবে পরিচিত) একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় দেশীয় সম্পদ যা পার্বত্য জেলাগুলোতে পাওয়া যায়। এ সম্ভাবনাময় পাহাড়ী ছাগলের সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বয়সী ছাগলের জন্য বিভিন্ন শেড নির্মাণের প্রয়োজন হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্তবয়স্ক, গর্ভবতী ও বাড়ন্ত ছাগলের বাচ্চার জন্য সর্বমোট ২৭৫ বর্গমিটারের তিনটি সেড নির্মাণ করা হয়।

চিত্রঃ ছাগলের শেড, নাইক্ষ্যংছড়ি

চিত্রঃ পোল্ট্রি শেড, নাইক্ষ্যংছড়ি

১৩.৩.৪ নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে পোল্ট্রি সেডঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দেশীয় পাহাড়ী মুরগি বিশেষ করে লাল জংগলী মুরগি, পাহাড়ী গলা ছিলা মুরগির সংরক্ষণ ও কৌলিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালানো হয়। উক্ত গবেষণা কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে সর্বমোট ৯০ বর্গমিটার আয়তনের ২টি পোল্ট্রি সেড নির্মাণ করা হয়।

১৩.৩.৫ রাস্তা নির্মানঃ

আঞ্চলিক কেন্দ্র দু'টির প্রায় সবগুলি রাস্তা এইচবিবি টাইপের যা ১৯৯৯ সালে তৈরী করা হয়েছিল। যা পরবর্তীতে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যানবাহন ও মানুষ চলাচল অনুপযোগী ছিল। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৮৮০ বর্গমিটার এইচবিবি রোড এবং বাঘাবাড়ী আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৮৬০ বর্গমিটার পাকা রাস্তা নির্মান করা হয়।

১৩.৩.৬ মাটি ভরাট ও বাউন্ডারী দেয়াল নির্মানঃ

বাঘাবাড়ী আঞ্চলিক কেন্দ্রের চারপাশের নিরাপত্তার জন্য ১৯৯৭-২০০১ সালে Strengthening Livestock Research Program প্রকল্পের আওতায় ৪৬০ রানিং মিটার বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ করা হয়। কিন্তু অবশিষ্ট অনির্মিত অংশ দিয়ে কেন্দ্রের আশ-পাশের লোকজন, গরু-ছাগল ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী (শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি) অবাধে যাতায়াত করত। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাউন্ডারী দেয়ালের বাকী অংশ (৪১০ আরএম) নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে এ কেন্দ্রের মাত্র ০৩ একর (৩০%) জায়গা মাটি ভরাট করা হয়েছিল। বাকী ০৭ একর (৭০%) জায়গা নিচু হওয়ায় বছরের প্রায় ৬ মাস অব্যবহৃত থাকতো। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাঘাবাড়ী আঞ্চলিক কেন্দ্রে সর্বমোট ৯,৫৬,০০০ ঘনফুট মাটি ভরাট করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে পুরাতন দেয়ালের একটি হেলে পড়তে দেখা যায় যা কোন রকমে রশি দিয়ে গাছের সংগে বেঁধে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

চিত্রঃ বাঘাবাড়ি কেন্দ্রে ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

চিত্রঃ বাঘাবাড়ির কেন্দ্রে পূর্বে নির্মিত হেলে পড়া দেয়াল

১৩.৩.৭ নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনঃ

নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ল্যাবের সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবারহের জন্য তিন ফেইজ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.৪ বুক ও জার্নাল সংগ্রহঃ

প্রকল্পের আওতায় ৭৪টি গবেষণাধর্মী পুস্তক এবং দু'টি জার্নালের ২৪টি সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৩.৫ জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থাপনঃ

১৩.৫.১ আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিভিন্ন জাতের ঘাসের জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থাপনাঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নাইক্ষ্যংছড়ি ও বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ১২টি উচ্চফলনশীল ঘাস নিয়ে ১টি ফডার জার্মপ্লাজম ব্যাংক (বর্ষাকালীন ৮টি- নেপিয়ার, নেপিয়ার হাইব্রীড, নেপিয়ার বাজরা, নেপিয়ার এ্যারোসা, এন্ড্রোপোগন, জার্মান, গিনি, রোজী, পারা ও শীতকালীন ৪টি-স্প্লেনডিডা, সিগনাল, ভূট্টা, জাম্বু) তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে উভয় এলাকায় খামারীদের মাঝে ঘাসের কাটিং ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ উচ্চ ফলনশীল ঘাসের প্লট, বাঘাবাড়ী

চিত্রঃ উচ্চ ফলনশীল ঘাসের প্লট, নাইক্ষ্যংছড়ি

১৩.৫.২ বিএলআরআই, সাভারে বিভিন্ন জাতের ঘাসের জার্ম প্লাজম ব্যাংক স্থাপনাঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রে ১০টি উচ্চফলনশীল পেরিনিয়াল ঘাস (যেমনঃ নেপিয়ার, নেপিয়ার হাইব্রীড, নেপিয়ার বাজরা, নেপিয়ার এ্যারোসা, এন্ড্রোপোগন, জার্মান, গিনি, রোজী, পারা, স্প্লেনডিডা, সিগনাল) নিয়ে ১টি ফডার জার্মপ্লাজম ব্যাংক তৈরী করা হয়েছে।

১৩.৬ গবেষনাঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় লাল জংলী মুরগী, গয়াল, হরিণ, দেশী ভেড়া এবং দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর উপরে ১২টি বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালনের বিপুল সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের আশে-পাশে বিভিন্ন গ্রামে ১০ জন খামারীকে ৫টি করে ভেড়া (৪টি ভেড়ী ও ১টি পাঠা) বিতরণ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়সমূহ নিচে দেয়া হলোঃ

- Evaluation of meat production potentiality of hilly chicken.
- Community based hilly goat development at Naikhongechari.
- A surveillance study on dairy farmers selected in Baghahary milk pocket area.
- Livestock and Poultry Health Management in Saint Martin's Island.
- Conservation of Farm Animal Genetic Resources (FAnGR) of hilly region at Naikhongchari.
- Effects of dicalcium Phosphate on Calcium balance and body condition score of daily cows fed Napier grasses.
- Effects of inter cropping on high yielding fodder production in Bathan areas of Sirajgonj.
- Livestock and poultry health management in Saint Martin's Island.
- On-farm testing of post-natal feeding system for RCC at Satkania, Chittagong.
- Conservation and improvement of Hilly chicken at Naikhongchari regional station.
- Performances of hilly goat development at farm level.
- Effect of different type organic manure on biomass yield, morphological characteristic's and nutritive value of BLRI Napier-4 under Baghahari milk shed area.

১৩.৭ জনসচেতনতা সৃষ্টিঃ

১৩.৭.১ ভিডিও চিত্র (মাস মিডিয়া পাবলিসিটি)

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিডিও ও বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরী করা হয়েছে।

- ভিডিও চিত্র - এক নজরে বিএলআরআই (About BLRI) -১২ মিনিট ।
- ভিডিও চিত্র - বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষের প্রযুক্তি- ১২ মিনিট ।
- ভিডিও চিত্র - বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত নেপিয়ার-০৪ ঘাসের প্রযুক্তি- ১৫ মিনিট ।

১৩.৭.২ বিজ্ঞাপন চিত্র

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ টি বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরী করা হয়েছে।

- বিজ্ঞাপন চিত্র- দেশীয় ভেড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কিত ।
- বিজ্ঞাপন (Reflector ম্যাগাজিন)- আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রাণিস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও সেবা সমূহ।

১৩.৭.৩ প্রকাশিত লিফলেট

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিএলআরআই'র ০২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অবস্থিত আঞ্চলিক প্রাণিস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও সেবা সমূহ খামারী ও অন্যান্য জনসাধারনকে অবহিত করার লক্ষ্যে লিফলেট তৈরী করা হয়েছে।

- আঞ্চলিক প্রাণিস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও সেবা সমূহ - বাঘাবাড়ী, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ -৫০০০ কপি ।
- এক নজরে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচিতি, কার্যক্রম ও সেবা সমূহ-নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান- ৩০০০ কপি ।
- প্রকল্পের পরিচিতি, কার্যক্রম ও সেবা সমূহের সার সংক্ষেপ-Reflector ম্যাগাজিন ।

১৪। **এক্সটার্নাল অডিট সংক্রান্তঃ**

প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিষয়ে ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
ক) চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকার গয়াল, পাহাড়ী ছাগল, রেড জাংগল ফাউল এর গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।	ক) Meat Production Potentiality of Hilly Chicken এর উপরে গবেষণার মাধ্যমে এর মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে; খ) নাইক্ষ্যাংছড়ি কেন্দ্রে পাহাড়ী ছাগলের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে; এবং গ) গয়াল পাহাড়ী অঞ্চলে একটি বিরল প্রজাতী। প্রকল্পের আওতায় কিছু গয়াল সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত Sample size না থাকায় গবেষণা সমাপ্ত হয়নি। আরো গবেষণা প্রয়োজন।
খ) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকার গরু, পাবনা ক্যাটেল, বাদামী ছাগল এবং রেড জাংগল ফাউল এর জন্য খাদ্য ও নিউট্রিশন টেকনোলজি গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়ন করা।	ক) নেপিয়ার গাছ খাওয়ানোর ফলে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি জনিত সমস্যা দূরীকরণে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট ভালো ফল প্রদান করেছে; খ) সিরাজগঞ্জের বাথান এলাকায় উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাতের উপর গবেষণায় Intercropping Pattern অনুসরণে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে; গ) গরুর দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাছুরের শারিরীক ওজন বৃদ্ধির জন্য গবেষণার মাধ্যমে খাদ্যে বিভিন্ন উপাদান যুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে; এবং ঘ) বাঘাবাড়ি এলাকায় নেপিয়ার-৪ জাতের ঘাসের পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য গবেষনার ভিত্তিতে বিভিন্ন জৈব সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।
গ) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকার রোগের ইপিডিমিডলজি ষ্ট্যাডি, রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্তকরণ জোরদারকরণ।	ক) সেন্টমার্টিন দ্বীপের লাইভস্টক ও পোল্ট্রি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Vaccination, Isolation, Quarantine প্র্যাকটিস করা হয়েছে; খ) শামুক বাহিত পরজীবির মাধ্যমে গবাদি পশুতে ক্রিমি সংক্রমণ রোধের জন্য Deforming করা হয়েছে। এছাড়া, ক্ষুরা রোগের প্রাদুর্ভাব হতে রক্ষার জন্য Vaccination করা হয়; এবং গ) দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্তকরণের জন্য বাঘাবাড়ি ও নাইক্ষ্যাংছড়ি কেন্দ্রে রোগ নির্ণয় ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।
ঘ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও খামারী লেভেলে নতুন টেকনোলজি হস্তান্তরের পূর্বে ফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থাকরণ।	ক) জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থাপনের জন্য বাঘাবাড়ি ও নাইক্ষ্যাংছড়িতে উন্নত জাতের ঘাসের প্লট স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে বিভিন্ন জাতের ঘাসের কাটিং খামারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়; এবং খ) সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, চট্রগ্রাম ও বান্দরবান জেলায় ২৪টি ট্রেনিং প্রোগামের মাধ্যমে সহস্রাধিক কৃষককে বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৬। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ**

১৭.১ নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ফার্মটি প্রায় ১৬২ একর পাবর্ত্য এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এর চারপাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় এর মূল্যমান জায়গা বেহাত হয়ে যাওয়ার এবং এই চারণ ভূমিতে বিচরণরত গবেষণাধীন প্রাণী বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে;

১৭.২ নাইক্ষ্যংছড়ি ফার্মে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পোল্ট্রি ও ছাগলের শেড নির্মিত হয়েছে। এ কেন্দ্রের ভেড়া ও হরিণের উপর গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এদের কোন শেড না থাকায় রাতের বেলায় এদের রাখতে অসুবিধা হচ্ছে;

১৭.৩ নাইক্ষ্যংছড়ি কেন্দ্রটি একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। আশে-পাশে কোন ভাল আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় আঞ্চলিক কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণকে অনেক দূর থেকে এ কেন্দ্রে আসতে হয়।

১৭.৪ বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের একটি পুরাতন দেয়াল হেলে পরেছে যা কোন রকমে রশি দিয়ে গাছের সংগে বেঁধে টিকিয়ে রাখা হয়েছে;

১৭.৫ বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রটি ১০ এক জমির উপর প্রতিষ্টিত। এ কেন্দ্রের বর্তমানে কিছু প্রকল্প চলমান আছে। আরো কিছু নতুন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ফলে এ কেন্দ্রের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলে এবং আরো কিছু স্থাপনা নির্মিত হলে গবেষণার জন্য স্থান সংকুলান করা কঠিন হবে; এবং

১৭.৬ প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং উথ্থাপিত আপত্তি সমূহের বিষয়ে ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি।

১৮। **সুপারিশঃ**

১৮.১ নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ফার্মের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.২ ভবিষ্যতে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ফার্মে হরিণ ও ভেড়ার শেড নির্মাণ করা যেতে পারে;

১৮.৩ নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ফার্মে অনেক খালি জায়গা রয়েছে। এখানে কর্মরত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের জন্য একটি ডরমেটরি নির্মাণ করা হলে তাদের আবাসন সমস্যা দুর হবে অন্যদিকে ডরমেটরিতে লোকজন বসবাস করায় ফার্মের নিরাপত্তাও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে;

১৮.৪ বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের হেলেপড়া পুরাতন দেয়ালটি মেরামত/ নতুন করে নির্মাণের ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে;

১৮.৫ বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের উভয় পাশেই এখনও কিছু খাস জমি রয়েছে । ভবিষ্যতের কাজের পরিধি বিবেচনায় নিয়ে এ খাস জমি হতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভূমি অধিগ্রহণ করে কেন্দ্রের আওতায় আনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.৬ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৮.৮ ১৯.১ থেকে ১৯.৬ এ বর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে জানাতে হবে।

পরিশিষ্ট "ক"

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	অঙ্গের নাম	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব ব্যয়ঃ				
	অফিসারদের বেতন	১৩.২৩	১ জন	১৩.২৩	১ জন
	কর্মচারীদের বেতন	৫.৭২	৫ জন	৫.৩৫	৫ জন
	ভাদাদি	১৮.০৬	৬ জন	১৯.০৬	৬ জন
	উপ-মোট =	**৩৭.০১**		**৩৭.৬৪**	
	বই এবং জার্নাল	৫.৯০	থোক	৫.৯০	থোক
	মৌসুমী শ্রমিক	৮.৫০	৭১৬৬ জন	৮.৫০	৭১৬৬ জন
	গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খাদ্য	৪২.৮৪	থোক	৪২.৮৪	থোক
	গবেষণা	৯৬.৭৮	থোক	৯৬.৭৫	থোক
	প্রশিক্ষণ	১৭.৬৫	২৬২৮ জন	১৬.৯০	২৬২৮ জন
	প্রকাশনা	৫.০০	৪ টি	৫.০০	৪ টি
	জ্বালানী ও তৈল	১৭.০০	থোক	১৭.০০	থোক
	মাস মিডিয়া পাবলিসিটি	১০.০০	৪ টি	১০.০০	৪ টি
	টিএ/ডিএ	১০.৫০	থোক	১০.৫০	থোক
	অন্যান্য	১৪.০০	থোক	১৪.০০	থোক
	প্রকৌশলীর কনসালটেন্সি	১৬.৪৭	১ জন	১৬.৪৭	১ জন
	উপমোট=	**২৪৪.৬৪**		**২৪৩.৮৬**	
	রাজস্ব মোট=	**২৮১.৬৫**		**২৮১.৫০**	
	যাতায়াত (জীপ)	৭২.৬৫	১ টি	৭২.২৩	১ টি
	মোটর সাইকেল	১০.০০	৭ টি	১০.০০	৭ টি
	বাই-সাইকেল	১.০০	১০ টি	১.০০	১০ টি
	কম্পিউটার	৫.৯৯	৬ টি	৮.৯৯	৬ টি
	ডিজিটাল ক্যামেরা	০.৩৫	১ টি	০.৩৫	১ টি
	ল্যাব যন্ত্রপাতি	২৯১.৭৮	থোক	২৯১.৭৮	থোক
	আফিস ও ল্যাবরেটরি আসবাবপত্র	৮.৫০	থোক	৮.৫০	থোক
	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২.৩০	২ টি	২.৩০	২ টি
	উপ-মোট =	৩৯২.১৫		৩৯২.১৫	
	পূর্ত কাজঃ				
	ভূমি উন্নয়ন (বাঘাবাড়ি)	২২১.৯১	১৫৮৪৭ ঘনমিটার	২২১.৯১	১৫৮৪৭ ঘনমিটার
	বাঘাবাড়ীর পুষ্টি ও রোগ নির্ণয় ল্যাব নির্মাণ	৪৮.১৯	২০০ বর্গমিটার	৪৮.৪৯	২০০ বর্গমিটার

ক্র.নং	অঙ্গের নাম	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	নাইক্ষ্যাংছড়ি রোগ ডায়াগোষ্টিক সেন্টার স্থাপন	৮৬.৮৪	১৫০০বর্গমিটার	৮৬.৭৫	১৫০০বর্গমিটার
	নাইক্ষ্যাংছড়ি ছাগল শেড নির্মাণ	৭৭.৭৭	২৭৫০ বর্গমিটার	৭৭.৭৭	২৭৫০ বর্গমিটার
	নাইক্ষ্যাংছড়ি পোল্ট্রি শেড নির্মাণ	১৪.৭৬	৯০০ বর্গমিটার	১৪.৭৬	৯০০ বর্গমিটার
	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (বাঘাবাড়ী)	৯৭.৩১	৮৭০ বর্গমিটার	৯৭.৩১	৮৭০ বর্গমিটার
	এইচবিবি রোড/পাকা রাস্তা	৩০.৬৬	৮৬০ বর্গমিটার	৩০.৭৬	৮৬০ বর্গমিটার
	উপ-মোট =	**৫৭৭.৭৪**		**৫৭৭.৭৫**	
	মূলধন মোটঃ	**৯৬৯.৮৯**		**৯৬৯.৯০**	
	সর্বমোট=	**১২৫১.৫৪**		**১২৫১.৪০**	

ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট, কম্পোনেন্ট-এ, প্রাণী উপ-অংশ
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : **ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট,** কম্পোনেন্ট-এ, প্রাণী উপ-অংশ

২। নির্বাহী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৩। : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। :

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪৪৭.৫০	৬৭৪০.২৮	৫৭১২.১৫	২৩/০২/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৩	২৩/০২/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৪	২৩/০২/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৪	৮৩.৩০ %	৩৩%

৬। প্রকল্পের পটভূমি:

৬.১ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সাইক্লোন সিডর দ্বারা আক্রান্ত হয়।আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে সাইক্লোনের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘন্টায় ২২০-২৪০ কিলোমিটার। এ ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় এলাকার ৩০ জেলার ৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার জীবন জীবিকার ক্ষতি সাধন করে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ৩,০০০ জন লোক মারা যায় এবং ৫৫,০০০ জন আহত হয়। প্রায় ১.৫০ মিলিয়ন ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ৪ মিলিয়ন গাছপালা উপড়ে পড়ে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণিসম্পদ সেক্টরও সিডরের আঘাতে বিপুল পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি রাখার স্থানও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৩০,০০০ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি মারা যায়। এ অঞ্চলের গরীব কৃষকরা গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জেলে নৌকা, জাল এবং জলাশয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। বিধ্বংসী সাইক্লোন সিডরের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP) গ্রহণ করে। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ গরীব কৃষক, যারা গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য সম্পদ হারিয়েছে তাদের পুনর্বাসন করে সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে আনতে প্রকল্প হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৬.২ ইসিআরআরপি প্রাণী উপ- অংশের প্রধান কার্যক্রম:

ক. গবাদি পশু বিতরণ;

খ. হাঁস-মুরগি বিতরণ;

গ. গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য বিতরণ; এবং

ঘ. গবাদি পশুর জন্য শেড নির্মাণ।

৭। **প্রকল্প সংশোধন ও অনুমোদন:** প্রকল্পটি ৩৪৪৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় ও ২৩/০২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৩/১০/২০০৮ খ্রি: তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ৬৭৪০.২৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮। **অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পিসিআর এর ৪-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।**

৯। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (**Methodology**) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- PSC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- ঘূণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় কৃষকদের মধ্যে গবাদিপশু সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন গতিধারা পুনরূদ্ধার করা;
- ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় জেলেদের মধ্যে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ঔষধ সরবরাহেরর মাধ্যমে তাদের রোগ-বালাই দূর করা;
- উপকূলীয় কৃষকদের ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জানমাল রক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- উপকূলীয় প্রাণিসম্পদ সেক্টরে স্থিতিশীল আর্থিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা তৈরি;
- উপকূলীয় কৃষকদের চলমান জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:** প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কোন প্রকল্প পরিচালক ছিলো না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একজন 'ফোকাল পয়েন্ট' মাধ্যমে প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	ড. মোঃ রুহুল আমিন ফোকাল পয়েন্ট	সহকারী পরিচালক	খন্ডকালীন	৩০/০৫/২০১০ থেকে ২৮/০৬/২০১৩
২।	ড. নজরুল ইসলাম ফোকাল পয়েন্ট	সহকারী পরিচালক	খন্ডকালীন	২৮/০৬/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৪

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন:** আইএমইডি'র সহকারি পরিচালক জনাব মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান কর্তৃক ১৪/০২/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের বাগেরহাট জেলার শরণখোলা ও মোড়েলগঞ্জ উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনের সময় মোড়েলগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের কর্মকর্তা (তিনি শরণখোলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন) ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন।

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৪.১ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার পুটিয়া গ্রামে প্রকল্পের আওতায় গঠিত একটি চাষী সমিতি ও তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন। উক্ত সমিতির সদস্য জনাব মো: সাবু ও জনাব জনি রহমান জানান যে, এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তাঁরা উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্প হতে প্রতিটি গ্রুপে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি এবং এদের খাবার সরবরাহ এবং পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিনামূল্যে এগুলো সরবরাহ পাওয়ায় আর্থিকভাবে কৃষকগণ খুব উপকৃত হয়েছেন;

চিত্র-১: প্রকল্প হতে বিতরণকৃত গবাদি পশু।

চিত্র-২: প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত গরু পালন।

১৪.২ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার মোহনপুর গ্রামের কৃষক দলের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, উক্ত দলের ২০ জনই নিজ নিজ অথবা বর্গা করা গবাদি পশু এবং এর পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন করছেন। প্রকল্পের কার্যক্রমের আগেও তাঁরা এই কাজে জড়িত ছিলেন কিনা জানতে চাইলে সমিতির সদস্য জনাব মো: মনিরূজ্জামান জানান যে, পূর্বে সকলেই পশু পালন করতেন না। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ, পশু পালনের উপকরণ পেয়ে তারা সবাই পশু পালনে আগ্রহী হয়েছেন;

১৪.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পটির উপকার সম্পূর্ণরূপে টেকসই হবে না। কারণ কৃষকগণ প্রকল্প হতে বিনামূল্যে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, এদের খাবার ইত্যাদি পেয়েছেন। প্রকল্প না থাকায় এ গুলোর সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে প্রান্তিক কৃষকগণ পশু পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারছেন না। প্রান্তিক কৃষকগণ প্রকল্পটি যাতে চলামান থাকে তার জন্য অনুরোধ করেন।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ক্র: নং	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন	মন্তব্য
১।	উপকূলীয় সাইক্লোন বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পশু পালনে আগ্রহী করে তোলার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা দ্রুত নিশ্চিত করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পশু পালন শৃঙ্খল পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ পেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ পশু পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।	-

১৬। প্রকিউরমেন্ট: প্রকল্পের সকল ধরণের প্রকিউরমেন্ট FAO-এর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে এবং কোন প্যাকেজের প্রকিউরমেন্ট Miss Procurement হিসেবে ঘোষিত হয়নি মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান ।

১৭। আইএমইডি'র মতামত:

১৭.১ ECRRP প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক চাষীগণ পশু পালনের উপকরণ প্রকল্প হতে বিনা মূল্যে সরবরাহ পেয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাওয়ায় হত দরিদ্র চাষীগণ পশু পালনে বিনিয়োগ করতে পারছেন না। এ কারণে হত দরিদ্র চাষীদের ভর্তুকি পশু পালনের উপকরণ সরবরাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.২ উপকূলীয় এলাকায় প্রাণিসম্পদ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় যে সকল চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৭.৪ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ: ১৭.১ হতে ১৭.৩ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।